ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড
ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়
বিজ্ঞপ্তি

স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫

তারিখ: **১৬** আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / **৩০** জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং: ওয়েলফেয়ার টিএসএল/প্রশা/এনজিও সংস্থা/স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম/বিজ্ঞপ্তি-২০২৫.০০.০৬-২৪০ সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড (ব্র্যান্ডিং: ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ)- এর নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে **স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫** প্রকাশ ও বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর এবং স্থানীয় অফিসসমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) অংশীদার হিসেবে সহযোগিতা করছে। দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন এবং সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থা, বিনিয়োগকারী ও অংশীদারদের সহযোগিতায় এবং লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠান ও জনস্বার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলো।

প্রতিষ্ঠান ও জনস্বার্থে,

নুর মোহাম্মদ সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)

প্রথম অধ্যায়
সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ, প্রবর্তন ও সংজ্ঞা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

(১) এই নীতিমালাটি **স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫** নামে অভিহিত হবে।

(২) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অন্য কোনো নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, চুক্তি বা সমজাতীয় দলিলে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকলে, এই নীতিমালার ধারা, উপধারা ও অ-উপধারা যথাসম্ভব প্রযোজ্য আইন, বিধিমালা ও নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, দেশি-বিদেশি এনজিও, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জন্য কার্যকর হবে; যদি না নির্দিষ্ট কোনো আইন বা চুক্তিতে ভিন্ন কিছু নির্ধারিত থাকে।

(৩) এই নীতিমালাটি অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

২। সংজ্ঞা

এই নীতিমালার নির্দিষ্ট কিছু শব্দ বা বিষয়ের সঠিক ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখা বা পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলো:

(১) **স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ বলতে বোঝাবে-** সমগ্র বাংলাদেশে স্মার্ট এগ্রিকালচার বিস্তারের লক্ষ্যে 'স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫' প্রকাশনাকে।

(২) **মন্ত্রণালয় বলতে বোঝাবে-** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়কে।

(৩) **প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝাবে-** এই নীতিমালার আওতাভুক্ত কোম্পানি ও এনজিওসমূহ, যারা যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(৪) **ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট বা বোর্ড অব ডাইরেক্টরস বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড পরিচালনার প্রধান বা মূল পর্ষদ সদস্যদেরকে।

(৫) **ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট বা বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক গঠিত ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্টকে।

(৬) **কোম্পানি বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড ও এর আওতাভুক্ত যেকোনো নিবন্ধিত কোম্পানিকে।

(৭) **এনজিও সংস্থা বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ, সিএইচটি উইমেন ফোরাম এবং ভবিষ্যতে আওতাভুক্ত সকল এনজিও সংস্থাকে, যা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত।

(৮) **প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা সংগঠন বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ, সিএইচটি উইমেন ফোরাম ও আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারী ও সহযোগী সংস্থা বা সংগঠনসমূহকে।

(৯) **উন্নয়ন সহযোগী (Development Partner) বলতে বোঝাবে-** যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা, অর্থায়ন, কারিগরি সহায়তা অথবা বিনিয়োগ বহির্ভূত অংশীদার হিসেবে ভূমিকা রাখে এবং সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করে।

(১০) **রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশন কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝাবে-** ফিনটেক আইসিটি রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড সাবস্ক্রিপশন সার্ভিসেস লিমিটেডকে।

(১১) **ভর্তি ফি বা প্রকল্প, কর্মসূচি রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগী সদস্যদের নিকট হতে গ্রহণযোগ্য এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি, যা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(১২) **স্মার্ট এগ্রিকালচার কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট বা ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট অথবা এই 'স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫' এর অধীন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কাজ বা কার্যাবলি সম্পাদন করার জন্য বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তাগণকে।

(১৩) **স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বলতে বোঝাবে-** স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ এর আওতাভুক্ত সকল প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমকে।

(১৪) **দান-অনুদান বলতে বোঝাবে-** যেকোনো সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, দেশি-বিদেশি এনজিও, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ অথবা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ, যা পুনঃপ্রদানের বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে প্রকল্পের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

(১৫) **বিনিয়োগ বলতে বোঝাবে-** প্রকল্প বা উদ্যোগের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক বা সম্পদীয় অংশগ্রহণ, যার মাধ্যমে আয় বা মুনাফা প্রত্যাশিত হয়।

(১৬) **ঋণ বলতে বোঝাবে-** নির্ধারিত চুক্তির ভিত্তিতে প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ, যা নির্ধারিত সময় ও শর্তে ফেরতযোগ্য।

(১৭) **অ্যাপ বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড-এর একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন 'My Welfare App' এবং ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন।

(১৮) **ওয়েবসাইট বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড-এর একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়েবসাইটসমূহ, যেমন: welfarebd.org, welfarefamily.org, job.welfarefamily.org এবং welfare.com.bd পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে আওতাভুক্ত যেকোনো ওয়েবসাইট।

(১৯) **ওয়েলফেয়ার সফটওয়্যার বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন কাস্টমাইজড সফটওয়্যার এবং ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে আওতাভুক্ত যেকোনো সফটওয়্যার।

(২০) **নিবন্ধন সদস্য সংগ্রহ বলতে বোঝাবে-** My Welfare App, welfarebd.org এবং সংশ্লিষ্ট যেকোনো অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কমিউনিটি-ভিত্তিক সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া।

(২১) **গেজেট বিজ্ঞপ্তি বলতে বোঝাবে-** প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি।

(২২) **ওয়েলফেয়ার ফার্মার কমিউনিটি বলতে বোঝাবে-** একটি সংগঠিত কৃষক সমাজভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম, যেখানে নিবন্ধিত কৃষকরা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, তথ্য, প্রশিক্ষণ, উৎপাদন সহায়তা, আর্থিক ও বিপণন সুবিধা এবং সামাজিক সুরক্ষা সেবা পেয়ে সমবায় ভিত্তিতে একটি স্মার্ট, টেকসই ও আত্মনির্ভরশীল কৃষি-সমাজ গড়ে তোলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রস্তাবনা, রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

পৃষ্ঠা ১ থেকে ১৯

৩। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম ও ব্র্যান্ডিং পরিচিতি

(১) **প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নাম:** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড ও ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ।

(২) **ব্র্যান্ডিং পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত নাম:** ওয়েলফেয়ার, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি, WTSL, WFB-এই নামগুলো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিভিন্ন স্তরে পরিচিতি ও কার্যক্রমে ব্যবহৃত।

৪। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের রূপকল্প

বাংলাদেশে কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সুশাসন, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী গবেষণার প্রসার ঘটিয়ে টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ এর আলোকে ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এবং ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ সম্মিলিতভাবে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠান কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে IoT, সেন্সর, লোকেশন সিস্টেম, অটোমেশন, রোবটিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের গুণগত মান উন্নয়ন, কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও বৈচিত্র্যময় কৃষিপণ্য উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হবে। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম (২০২৩-২০৫০) কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু সহনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হবে। এই প্রোগ্রামের আওতায় স্মার্ট সেচ ব্যবস্থা, মাটির স্বাস্থ্য বিশ্লেষণ, ড্রোন ও সেন্সর প্রযুক্তি, জলবায়ু পূর্বাভাস এবং ডিজিটাল কৃষি পরামর্শ সেবা চালু করা হবে। পাশাপাশি কৃষকদের প্রশিক্ষণ, উন্নতমানের বীজ ও উপকরণ সরবরাহ এবং বাজারসংযোগ জোরদার করা হবে। এর মাধ্যমে নিরাপদ ও লাভজনক খাদ্য উৎপাদন, কৃষি খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৫। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যসমূহ

স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ। যথা:

(১) **উৎপাদনশীলতা ও গুণগতমান বৃদ্ধি:** আধুনিক প্রযুক্তি ও স্মার্ট ফার্মিং ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা, ফসলের গুণগতমান এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা।

(২) **ডেটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা:** আবহাওয়া, মাটির গুণমান, আর্দ্রতা, রোগবালাই ইত্যাদি বিষয়ে রিয়েল-টাইম তথ্য প্রদান করে কৃষকদের সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা।

(৩) **সংসাধনের দক্ষ ব্যবহার:** পানি, সার, কীটনাশক ইত্যাদির অপচয় রোধ করে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষি চর্চা নিশ্চিত করা।

(৪) **পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু-সহনশীল কৃষি পদ্ধতির বিকাশ:** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে টেকসই ও অভিযোজনযোগ্য কৃষি পদ্ধতি চালু করা।

(৫) **কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও খরচ হ্রাস:** উৎপাদন খরচ কমিয়ে, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সহায়তায় এবং বাজার সংযোগ উন্নত করে কৃষকের আয় বাড়ানো।

(৬) **তরুণ ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কৃষিতে সম্পৃক্ত করা:** প্রযুক্তিনির্ভর ও উদ্ভাবনী কৃষি চর্চার মাধ্যমে তরুণ ও শিক্ষিত জনগণকে কৃষি খাতে আগ্রহী ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

(৭) **বাজার ব্যবস্থাপনা ও মূল্য স্থিতিশীলতা:** কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা।

(৮) **ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও স্মার্ট টুলসের ব্যবহার:** কৃষি বিষয়ক অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য ডিজিটাল টুলের মাধ্যমে কৃষি তথ্য, আবহাওয়া বার্তা, বাজারমূল্য, পরামর্শ, ঋণ ও বীমাসেবা প্রদান করা।

(৯) **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও আগাম পূর্বাভাস:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবহাওয়ার পরিবর্তন ও রোগবালাইয়ের আগাম পূর্বাভাস দিয়ে প্রস্তুতি ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(১০) **নারী ও প্রান্তিক কৃষকের ক্ষমতায়ন:** নারী ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাড়াতে স্মার্ট কৃষির সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করা।

(১১) **মোবাইল অ্যাপ ও SMS বা কলের মাধ্যমে কৃষি তথ্য প্রদান:** কৃষকদের জন্য সহজ-ব্যবহারযোগ্য মোবাইল অ্যাপ চালু করে আবহাওয়া, রোগপ্রতিরোধ, বাজারমূল্য ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য পৌঁছানো।

(১২) **স্মার্ট কৃষি প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম:** উপজেলা বা থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্মার্ট কৃষি বিষয়ক ক্যাম্প, মেলা ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা।

(১৩) **ডেমো খামার স্থাপন ও প্রদর্শন:** IoT, সেন্সর, অটোমেশনসহ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে মডেল খামার তৈরি করে বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপন।

(১৪) **সহজ সেন্সর প্রযুক্তির ব্যবহার:** মাটি, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা মাপার ডিভাইস কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(১৫) **ডিজিটাল কৃষক ডাটাবেজ তৈরি:** স্থানীয় কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ করে একটি কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রেশনভিত্তিক ডাটাবেজ গঠন।

(১৬) **কৃষি উদ্যোক্তা গঠনে ইনকিউবেশন প্রোগ্রাম:** নারী ও তরুণদের জন্য প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কৃষি উদ্যোক্তা তৈরি করা।

(১৭) **বেসরকারি অংশীদারিত্ব ও প্রযুক্তি সহযোগিতা:** টেক কোম্পানি, সেন্সর নির্মাতা ও সফটওয়্যার কোম্পানির সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে স্মার্ট কৃষি বাস্তবায়ন।

(১৮) **স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান প্রদান:** প্রতিটি অঞ্চলের নির্দিষ্ট সমস্যা যেমন- পানি সংকট, মাটির লবণাক্ততা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

(১৯) **অনলাইন কৃষিপণ্য বিপণন সহায়তা:** কৃষকদের অনলাইন মার্কেটপ্লেসে যুক্ত করার প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।

(২০) **খামার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও দূর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** স্মার্ট টুলস ব্যবহার করে দূর থেকে খামার পর্যবেক্ষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কৌশল নির্ধারণের ব্যবস্থা।

(২১) **উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন:** কৃষি উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও দ্রুততর, দক্ষ ও প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলা।

৬। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ। যথা:

(১) **টেকসই ও প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা:** উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনের প্রতিটি স্তরে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষিকে দক্ষ ও টেকসই করা।

(২) **ডিজিটাল কৃষি অবকাঠামো নির্মাণ:** কৃষি ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য জাতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী আইসিটি ভিত্তিক অবকাঠামো গড়ে তোলা।

(৩) **বহুমাত্রিক প্রযুক্তি একীভূতকরণ:** IoT, সেন্সর, ড্রোন, AI, বিগ ডেটা ও GIS প্রযুক্তিকে কৃষি ব্যবস্থায় একত্রিত করে বাস্তবভিত্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(৪) **ডেটা-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্ষমতা তৈরি:** রিয়েল-টাইম কৃষি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও বিপণনে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা।

(৫) **স্মার্ট কৃষি নীতিমালা ও রেগুলেশন প্রণয়ন:** প্রযুক্তিনির্ভর কৃষির সম্প্রসারণে উপযোগী আইন, নির্দেশিকা, নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন।

(৬) **গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহ প্রদান:** স্থানীয় চাহিদা ও পরিবেশ বিবেচনায় উদ্ভাবনী কৃষি প্রযুক্তি বিকাশে গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা।

(৭) **স্মার্ট কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা:** বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময় বৃদ্ধি করা।

(৮) **উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ সংস্কৃতি বিকাশ:** তরুণ ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে স্মার্ট কৃষিতে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান।

(৯) **স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক প্রযুক্তিগত সমাধান:** অঞ্চলভিত্তিক চ্যালেঞ্জ যেমন: পানির সংকট বা রোগবালাই মোকাবেলায় নির্দিষ্ট প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান।

(১০) **পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) সম্প্রসারণ:** বেসরকারি খাতের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর, বিনিয়োগ ও সেবার পরিসর বাড়ানো।

(১১) **কৃষিপণ্য উৎপাদনে গুণমান ও বাজারযোগ্যতা বৃদ্ধি:** আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদনে কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ।

(১২) **বাজার ও মূল্য শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ:** প্রযুক্তিনির্ভর বাজার বিশ্লেষণ ও চাহিদা পূর্বাভাসের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা।

(১৩) **দুর্যোগ সহনশীল কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা:** জলবায়ু পরিবর্তন, খরা, বন্যা ও রোগবালাইয়ের অভিঘাত কমাতে অভিযোজনযোগ্য প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি পদ্ধতির বিস্তার।

(১৪) **নারী ও যুবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ:** নারী ও তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য স্মার্ট কৃষিতে অংশগ্রহণে বিশেষ প্রশিক্ষণ, অনুপ্রেরণা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

(১৫) **জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ:** কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্টদের জন্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

(১৬) **ফলাফলভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি:** স্মার্ট কৃষি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও প্রভাব পরিমাপে উপযোগী পরিমাপযোগ্য মানদণ্ড ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন।

(১৭) **স্মার্ট কৃষিকে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে সংযুক্তকরণ:** স্মার্ট কৃষিকে খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান ও জলবায়ু অভিযোজনের মতো জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সমন্বিত করা।

৭। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ

স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষ্য হলো তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর, পরিবেশবান্ধব ও উৎপাদনশীল কৃষি ব্যবস্থার বিকাশ সাধন। ভবিষ্যতে এই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মেয়াদে নিম্নোক্ত পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। যথা:

(১) স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা (১-২ বছর):

(ক) **ডিজিটাল কৃষি তথ্য ব্যাংক তৈরি:** স্থানীয় কৃষকদের জন্য অঞ্চলভিত্তিক ফসল চাষ, আবহাওয়া ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ।

(খ) **কমিউনিটি কৃষি প্রশিক্ষণ:** কৃষকদের জন্য স্মার্ট প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন।

(গ) **মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েব প্ল্যাটফর্ম চালু:** চাষ পদ্ধতি, সরবরাহ চেইন ও বাজার দর বিষয়ক পরামর্শ প্রদান।

(ঘ) **স্থানীয় পর্যায়ে স্মার্ট কৃষি চ্যাম্পিয়ন নির্বাচিত:** উদ্ভাবনী কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগকারী কৃষকদের অনুপ্রেরণা প্রদানসহ অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

(২) মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা (৩-৫ বছর):

(ক) **স্মার্ট এগ্রিকালচার হাব স্থাপন:** উপজেলাভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক কেন্দ্র গঠন।

(খ) **গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) সহযোগিতা:** বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

(গ) **উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ সাপোর্ট প্রোগ্রাম:** কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তাদের জন্য ফান্ডিং, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা চালু।

(ঘ) **ড্রোন ও সেন্সর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন:** জমির মান, সেচ, রোগ নির্ণয় ও ফলন পূর্বাভাস ব্যবস্থায় প্রযুক্তি ব্যবহারসহ অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

(৩) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (৫-১০ বছর):

(ক) **জাতীয় পর্যায়ে স্মার্ট এগ্রিকালচার নেটওয়ার্ক গঠন:** সকল স্মার্ট কৃষি হাবকে যুক্ত করে একটি ইন্টিগ্রেটেড নেটওয়ার্ক তৈরি করা।

(খ) **AI ও বিগ ডেটা ইনটিগ্রেশন:** আবহাওয়া, মাটি ও ফলনের পূর্বাভাসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তি ব্যবহার।

(গ) **এক্সপোর্ট-রেডি প্রোডাকশন সিস্টেম:** আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কৃষিপণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা উন্নয়ন।

(ঘ) **ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার (CSA):** জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উপযোগী চাষ পদ্ধতি ও কৃষক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

৮। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের প্রধান পরিকল্পনাসমূহ

(১) **ডিজিটাল কৃষি অবকাঠামো গঠন:** ১) কৃষকদের ডিজিটাল আইডি ও তথ্যভান্ডার তৈরি, ২) স্মার্ট অ্যাপ ও কলসেন্টার চালু, ৩) কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাস ও উপদেশ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও ৪) স্মার্ট কৃষি সহায়তা কেন্দ্র ও ওপেন ডেটা প্ল্যাটফর্ম গঠন।

(২) **মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ:** ১) কৃষক, খামারী ও মৎস্যজীবীদের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ, ২) স্মার্ট এগ্রি কারিকুলাম চালু, ৩) স্টার্টআপ ইনকিউবেশন ও স্কিল ক্যাম্প ও ৪) কৃষি বান্ধব ক্যারিয়ার ফেয়ার আয়োজন।

(৩) **গবেষণা ও উদ্ভাবন জোরদারকরণ:** ১) বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অংশীদারিত্বে গবেষণা, ২) ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি, AI, ড্রোন ও IoT গবেষণা ও ৩) কৃষিতে রোবোটিক্স ও প্রিসিশন ফার্মিং প্রযুক্তি প্রবর্তন।

(৪) **বাজার ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্যিকীকরণ:** ১) স্মার্ট সরবরাহ শৃঙ্খলা ও কোল্ডচেইন, ২) স্মার্ট কৃষিপণ্য ব্র্যান্ডিং ও রপ্তানি হাব ও ৩) স্মার্ট গুদাম, ই-কমার্স ও ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থা।

(৫) **জলবায়ু সহনশীলতা ও পরিবেশবান্ধব কৃষি:** ১) কার্বন-নিরপেক্ষ স্মার্ট খামার, ২) সোলার-পাওয়ারড সেচ ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি ও ৩) মৃত্তিকা স্বাস্থ্য ও পানি ব্যবস্থাপনায় স্মার্ট সেন্সর।

(৬) **নীতিমালা ও আর্থিক সহায়তা কাঠামো:** ১) স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা হালনাগাদ, ২) স্মার্ট সাবসিডি ও কৃষি ইনসুরেন্স, ৩) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উন্নয়ন ও ৪) আন্তর্জাতিক সহায়তা ও বিনিয়োগ আহরণ।

৯। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের প্রধান কার্যক্রমসমূহ

স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ। যথা:

(১) **স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ:** ১) সেন্সর, IoT (Internet of Things), ড্রোন, স্যাটেলাইট ও স্মার্ট অ্যাপ ব্যবহার করে চাষাবাদ, ২) জলবায়ু ও মাটির তথ্যভিত্তিক ডিজিটাল কৃষি পরামর্শ, ৩) Agro App এর মাধ্যমে চাষপদ্ধতি, সার, কীটনাশক ও সেচ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন।

(২) **কৃষক প্রশিক্ষণ ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট:** ১) আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, জৈবচাষ, হাইব্রিড চাষ, হাই-ভ্যালু ক্রপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ২) যুব কৃষকদের জন্য উদ্যোক্তা গঠন প্রশিক্ষণ ও ৩) মাঠপর্যায়ে 'ফার্মার স্কুল' পরিচালনা।

(৩) **স্মার্ট কৃষি ইনপুট ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাপোর্ট:** ১) উন্নত জাতের বীজ, সার, কীটনাশক ও জৈব উপকরণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা, ২) সোলার ইরিগেশন সিস্টেম, মাল্টিলেয়ার চাষ, ভার্টিক্যাল ফার্মিং প্রবর্তন, ৩) স্মার্ট স্টোরেজ, ঠান্ডা সংরক্ষণাগার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা।

(৪) **কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ ও ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস:** ১) কৃষক-ক্রেতা সংযোগে Agro E-Marketplace চালু, ২) ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে সমতাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ, ৩) সরাসরি ভোক্তার কাছে কৃষিপণ্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

(৫) **পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষিচর্চা:** ১) জৈব ও রাসায়নিকহীন চাষাবাদ, ২) জলবায়ু সহনশীল চাষ পদ্ধতির প্রচলন, ৩) কৃষিক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহারযোগ্য পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

(৬) **লক্ষ্যভিত্তিক উপকারভোগী:** ১) প্রান্তিক, মাঝারি ও যুব কৃষক, ২) নারী কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা, ৩) কৃষি সংগঠন, কো-অপারেটিভ ও অ্যাগ্রো-স্টার্টআপ, ৪) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার তরুণ সমাজ।

(৭) **প্রকল্প বাস্তবায়ন কাঠামো:** ১) অংশীদার: কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, স্থানীয় সরকার, NGO, প্রযুক্তি কোম্পানি, ২) বাস্তবায়ন ইউনিট: উপজেলা বা গ্রামভিত্তিক ক্লাস্টার দল, ৩) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: ডেটা সংগ্রহ, কৃষি উৎপাদন রেকর্ড, কৃষক সন্তুষ্টি জরিপ।

(৮) **প্রত্যাশিত ফলাফল:** ১) কৃষির উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি, ২) প্রযুক্তিনির্ভর ও পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ প্রসার, ৩) যুব কৃষি উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, ৪) খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিপণ্যের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি।

(৯) **সম্ভাব্য কার্যকর যুক্ত সংযোজন:** ১) Agro-Scratch Card Program: প্রশিক্ষণ ও বাজারসংযোগে ইনসেনটিভ, ২) Smart Farmer ID Card: কৃষক নিবন্ধন ও সেবা প্রাপ্তির ডিজিটাল আইডি, ৩) Agro Loan Facilitation Desk: কৃষিঋণ সহায়তা ও ব্যাংক সংযোগ। এই প্রকল্পটি Welfare Farmer Community এর অধীন একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি হিসেবে পরিচালনা করা হবে।

১০। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

(১) **সমঝোতা চুক্তি (MoU) সম্পাদন:** স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি গবেষণা ও বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্ব গঠন।

(২) **যৌথ গবেষণা ও প্রকল্প চালু:** আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষি সমস্যার সমাধানে গবেষণা প্রকল্প হাতে নেওয়া ও বাস্তবভিত্তিক ফলাফল বের করা।

(৩) **ইনস্টিটিউট ভিত্তিক কৃষি হ্যাকাথন ও উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতা আয়োজন:** শিক্ষার্থী ও গবেষকদের উদ্ভাবনী ধারণাকে উৎসাহ দিতে প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচির আয়োজন।

(৪) **বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে স্মার্ট কৃষি ল্যাব স্থাপন:** শিক্ষার্থী ও গবেষকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ গবেষণাগার স্থাপন।

(৫) **প্রশিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মশালা:** IoT, অটোমেশন, ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি, ড্রোন ব্যবহারের ওপর দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি।

(৬) **স্মার্ট কৃষি কারিকুলাম উন্নয়ন ও একাডেমিক কোর্স অন্তর্ভুক্তি:** সিলেবাসে স্মার্ট কৃষি ও কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক বিষয় সংযোজন ও কোর্স চালু।

(৭) **ডেটা শেয়ারিং ও গবেষণা প্রতিবেদন বিনিময় প্ল্যাটফর্ম তৈরি:** বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও ফিল্ড রিপোর্ট এক জায়গায় সংরক্ষণ ও শেয়ারিং সুবিধা।

(৮) **ই-লার্নিং ও ভার্চুয়াল ট্রেনিং চালু:** কৃষি বিষয়ে অনলাইন কোর্স, ভিডিও টিউটোরিয়াল, ওয়েবিনার ও অনলাইন সনদপ্রদান কর্মসূচি।

(৯) **ইন্টার্নশিপ ও ফিল্ড অ্যাসাইনমেন্ট ব্যবস্থা চালু:** শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনে খামারে ইন্টার্নশিপ বা মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ।

(১০) **প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি:** গবেষণা থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তি ও ফলাফল মাঠপর্যায়ে কৃষকদের মাঝে হস্তান্তরের জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম।

১১। গবেষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য গৃহিত পদক্ষেপসমূহ

(১) গবেষকদের জন্য গৃহিত পদক্ষেপসমূহ:

(ক) **গবেষণা সহযোগিতা:** বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা।

(খ) **গবেষণা অনুদান ও ফেলোশিপ:** স্মার্ট কৃষি বিষয়ে গবেষণার জন্য অনুদান ও বৃত্তি প্রদান।

(গ) **ফিল্ড লেভেল ডেটা এক্সেস:** মাঠ পর্যায়ে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ডেটা সরবরাহ।

(ঘ) **প্রযুক্তি পরীক্ষা ও উন্নয়ন সহায়তা:** উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পাইলট প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা প্রদান।

(ঙ) **গবেষণা প্রকাশ ও প্রমোশন:** গবেষণা প্রতিবেদন, জার্নাল ও প্রবন্ধ প্রকাশে কারিগরি সহায়তা।

(২) কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য গৃহিত পদক্ষেপসমূহ:

(ক) **প্রশিক্ষণ ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট:** স্মার্ট কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবসায়িক কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন।

(খ) **স্টার্টআপ ইনকিউবেশন সাপোর্ট:** নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য কর্মপরিকল্পনা, মেন্টরিং ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান।

(গ) **প্রযুক্তি হস্তান্তর:** গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সহজভাবে উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছানো।

পৃষ্ঠা ৩ থেকে ১৯

(ঘ) **বিনিয়োগ ও আর্থিক সংযোগ:** বিনিয়োগকারী ও কৃষি ভিত্তিক অর্থায়নকারী দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপন।

(ঙ) **বাজার সংযোগ ও ডিজিটাল মার্কেটিং সহায়তা:** কৃষিপণ্যের বিপণনে অনলাইন মার্কেটপ্লেস ও ব্র্যান্ডিং সহায়তা।

(চ) **ডেমো খামার ও ফিল্ড এক্সপোজার:** সফল স্মার্ট খামার পরিদর্শন ও শেখার সুযোগ প্রদান।

১২। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি

(১) **প্রাথমিক জরিপ ও চাহিদা মূল্যায়ন:** ১) লক্ষ্যভিত্তিক এলাকা চিহ্নিতকরণ, ২) কৃষকদের সংখ্যা, জমির ধরন, ফসলের প্রকৃতি, ৩) প্রযুক্তির ব্যবহারপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও ৪) স্থানীয় সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা।

(২) **কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন:** ১) সময়ভিত্তিক বার্ষিক ও মাসিক পরিকল্পনা তৈরি, ২) বাজেট, জনবল, টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ ও ৩) কার্যক্রম ও ফলাফল সূচক নির্ধারণ।

(৩) **সম্পদ সংগ্রহ ও অংশীদারিত্ব উন্নয়ন:** ১) সরকার, কৃষি বিভাগ, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, ২) বিশ্ববিদ্যালয় ও দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে অংশীদারিত্ব গঠন ও ৩) প্রজেক্ট ফান্ডিং ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

(৪) **প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম:** ১) কৃষকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ আয়োজন, ২) তথ্য সেশন, মাঠ দিবস, কৃষক স্কুল, প্রদর্শনী প্লট ও ৩) অটিস্টিক ব্যক্তি ও নারী কৃষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন।

(৫) **প্রযুক্তি বিতরণ ও বাস্তব প্রয়োগ:** ১) স্মার্ট যন্ত্রপাতি, সেন্সর, মোবাইল অ্যাপ, ড্রোন, অটোমেশন সিস্টেম সরবরাহ, ২) প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে মাঠপর্যায়ে সহায়তা ও অনুশীলন ও ৩) পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ফলাফল মূল্যায়ন।

(৬) **বাজার সংযোগ ও বিপণন সহায়তা:** ১) কৃষকদের সংগঠিত করে উৎপাদনশীল গ্রুপ তৈরি, ২) বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ (B2B, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম) ও ৩) ব্র্যান্ডিং ও মূল্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

(৭) **মনিটরিং, ফলোআপ ও মূল্যায়ন:** ১) নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ, ২) কৃষক ও অংশীদারদের মতামত বিশ্লেষণ ও ৩) ফলাফল ভিত্তিক মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি (Monthly / Quarterly / Annual)।

(৮) **প্রভাব মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রস্তুত:** ১) কৃষি উৎপাদন, আয় বৃদ্ধি, প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদির প্রভাব বিশ্লেষণ, ২) অর্জন ও চ্যালেঞ্জের রিপোর্ট প্রস্তুত ও ৩) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন।

১৩। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

স্মার্ট এগ্রিকালচার অর্থাৎ আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করার প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রধান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ গুলো নিচে দেওয়া হলো। যথা:

(১) **প্রযুক্তিগত বাধা:** ১) আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কৃষকদের অপ্রতুল দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব, ২) প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সরবরাহ ও মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব ও ৩) ডেটা নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সংক্রান্ত সমস্যা।

(২) **অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা:** ১) স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন, যা অনেক কৃষক ও খামারির পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ, ২) প্রযুক্তি গ্রহণে বিনিয়োগের জন্য ঋণ বা আর্থিক সহায়তার অভাব ও ৩) প্রযুক্তি খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ফান্ডের অভাব।

(৩) **অবকাঠামোগত সমস্যা:** ১) সারা দেশে ইন্টারনেট ও মোবাইল নেটওয়ার্কের অসম্পূর্ণ ও দুর্বল ব্যবস্থা, ২) বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিয়মিততা ও অপ্রতুলতা ও ৩) গ্রামীণ অঞ্চলে স্মার্ট ডিভাইস ও যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতার অভাব।

(৪) **সামাজিক ও মনোভাবগত প্রতিবন্ধকতা:** ১) অনেক কৃষক ও খামারির মধ্যে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে অনিচ্ছা বা সংশয়, ২) প্রচলিত পদ্ধতির প্রতি প্রবল আস্থা ও পরিবর্তন গ্রহণের অস্বীকার ও ৩) শিক্ষার অভাবের কারণে প্রযুক্তি ব্যবহার করা কঠিন মনে হওয়া।

(৫) **প্রশাসনিক ও নীতিমালাগত জটিলতা:** ১) স্মার্ট এগ্রিকালচারের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও আইনগত সমন্বয়ের অভাব, ২) সরকারি এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও দায়িত্ব বিভাজনে অসুবিধা ও ৩) প্রকল্প বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত মনিটরিং ও মূল্যায়নের অভাব।

(৬) **তথ্য ও জ্ঞান শেয়ারের অভাব:** ১) কৃষকদের কাছে আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্যের সঠিক ও সময়োপযোগী প্রবাহ না পৌঁছানো ও ২) তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণের অভাব ও সহায়তার অভাব।

তৃতীয় অধ্যায়
পরিচালনা পর্ষদ ও ভূমিকা

১৪। পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors)

(১) সংজ্ঞা ও অবস্থান:

(ক) পরিচালনা পর্ষদ হলো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ও তত্ত্বাবধায়ক।

(খ) এই পর্ষদ নীতিমালা প্রণয়ন, কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান, কার্যক্রম অনুমোদন, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান এবং সামগ্রিক প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।

(২) স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা

স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা: ১) নীতিনির্ধারণ ও কৌশলগত দিকনির্দেশনা, ২) আর্থিক তদারকি ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার, ৩) নিয়মনীতি ও নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চিতকরণ, ৪) তদারকি ও মূল্যায়ন, ৫) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধান, ৬) কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনার ওপর দিকনির্দেশনা, ৭) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ৮) সম্পর্ক উন্নয়ন ও নেটওয়ার্কিং।

চতুর্থ অধ্যায়
কার্যক্রম এলাকা ও পরিধি সম্প্রসারণ

১৫। কার্যক্রম এলাকা ও পরিধি সম্প্রসারণ

(১) স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের কার্যক্রম বাংলাদেশের সকল প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় পরিচালিত হবে।

(২) ভবিষ্যতে চাহিদা, প্রাসঙ্গিকতা এবং বাস্তবতাভিত্তিক পরিকল্পনার আলোকে স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের কার্যক্রম এলাকা ও পরিধি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, বিশ্বের যেকোনো দেশে সম্প্রসারিত করতে পারবে।

১৬। কার্যালয় স্থাপন

(১) **প্রধান কার্যালয়:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রধান কার্যালয় বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত থাকবে। তবে জনস্বার্থ, কার্যক্রমের সুবিধা এবং প্রশাসনিক প্রয়োজন বিবেচনায় ভবিষ্যতে প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ বাংলাদেশের যেকোনো জেলায় স্থানান্তর করা যেতে পারে।

(২) **জাতীয় কার্যালয়সমূহ স্থাপন:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে বাংলাদেশের যেকোনো প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে।

(৩) **আন্তর্জাতিক কার্যালয়সমূহ স্থাপন:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে গ্লোবাল কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিশ্বের যেকোনো দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে।

(৪) **ঠিকানা পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা স্থানান্তর:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং প্রযোজ্য বাস্তবতার ভিত্তিতে যেকোনো সময় প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা স্থানান্তর করতে পারবে।

১৭। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের বিকল্প পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ও বিশ্বের যেকোনো দেশে কার্যালয় স্থাপন ব্যতিরেকেও স্মার্ট এগ্রিকালচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপস ও অন্যান্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করবে। উপরন্তু, প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন এলাকায় পিপলস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (PDC) গঠন করে বাংলাদেশ ও বিশ্বের যেকোনো স্থানে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। যথা: ১) ক্যাম্পেইন ও সচেতনতামূলক আলোচনা সভা, ২) উঠান বৈঠক ও সেমিনার, ৩) প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, ৪) তথ্যভিত্তিক সভা ও পরামর্শ প্রদান এবং ৫) রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কার্যক্রম। উল্লিখিত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহ আধুনিক প্রযুক্তি এবং ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের সহায়তায় পরিচালিত হবে, যাতে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা ও বাস্তবায়নের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যায়।

পৃষ্ঠা ৪ থেকে ১৯

১৮। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের উপকারভোগীর ধরন

এই প্রোগ্রামের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগী হিসেবে গণ্য হবেন-দরিদ্র কৃষক, কৃষক কমিউনিটি বা গ্রুপের সদস্য, মৎস্যজীবী, মৎস্য উদ্যোক্তা, খামার উদ্যোক্তা, খামারি, গবেষক এবং আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ।

১৯। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের মেয়াদকালের বৃদ্ধি ও হ্রাস

প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায়, স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের মেয়াদকাল ২০২৩-২০৫০ নির্ধারিত করা হয়েছে। উক্ত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও হস্তান্তর সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে মধ্যবর্তী মূল্যায়নের ভিত্তিতে মেয়াদকাল বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যেতে পারে।

২০। স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫-এর হালনাগাদ ও সংশোধিত সংস্করণ এবং বাস্তবায়নের অঙ্গীকার

(১) **হালনাগাদ ও সংশোধিত সংস্করণ:** স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ পূর্ববর্তী স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৩-এর হালনাগাদ ও সংশোধিত সংস্করণ হিসেবে গণ্য হবে। এ নীতিমালায় আধুনিক প্রযুক্তি, জাতীয় ও বৈশ্বিক চাহিদা, এবং কৃষিব্যবস্থার অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্ধন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) **অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার:** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এবং সিএইচটি উইমেন ফোরাম, সরকার স্বীকৃত উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হিসেবে স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫-এর আওতায় প্রণীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। এই নীতিমালার রূপকল্প ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী, উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার, শিক্ষকগণের জীবনমান ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, এবং একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির ভিত্তি নির্মাণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি বাস্তবায়ন, এবং প্রযুক্তি ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

পঞ্চম অধ্যায়
কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মী ব্যবস্থাপনা

২১। প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনবল নিয়োগ

(১) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল প্রচলিত নিয়োগনীতি, সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক নিয়োগ প্রদান করতে পারবে। নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রাসঙ্গিক দক্ষতা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, নেতৃত্বদানের সামর্থ্য এবং দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা নিশ্চিত করার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, মেধাভিত্তিক যাচাই-বাছাই ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগে প্রতিষ্ঠান দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

(২) স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে প্রান্তিক এলাকায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রেজিস্ট্রেশনের আওতাভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক প্রকল্প ও কর্মসূচির জন্য প্রস্তাব (Proposal) প্রস্তুত করা হবে। উক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে এবং জনবল নিয়োগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগকে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হবে।

২২। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও আবেদন গ্রহণ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ প্রদানের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট, জব পোর্টাল, সংবাদপত্র ও সামাজিক মাধ্যমে বা আভ্যন্তরীন নিয়মে প্রকাশ করতে পারবে। অনলাইন বা নির্ধারিত মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে এবং স্ক্রুটিনির মাধ্যমে অযোগ্য আবেদন বাতিল করতে পারবে।

২৩। কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মীদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য ও শৃঙ্খলা

(১) সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার লক্ষ্য, নীতিমালা, সুশাসন, গোপনীয়তা, নৈতিকতা ও প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের আইনসংগত নির্দেশনা মান্য করতে বাধ্য থাকবে।

(২) সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মীদেরকে দায়িত্ব পালনে নিয়মিত, সময়নিষ্ঠ, পূর্ণকালীন উপস্থিত এবং পেশাগত আচরণে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে হবে।

(৩) কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী কর্তৃক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ভাবমূর্তি, সম্পদ বা স্বার্থের ক্ষতি সাধনকারী কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং তা শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে, যার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রশাসনিক দায়িত্ব, রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি ব্যবস্থাপনা

২৪। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম সমন্বিত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এবং ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এর আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহ একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় কোম্পানি, এনজিও সংস্থা এবং অংশীদার প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ অংশগ্রহণে স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা করা হবে। এই কাঠামোর অধীনে দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত থাকবে:

(১) কোম্পানি পর্যায়: ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এবং এর অধীনস্থ বা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করবে:

(ক) প্রকল্প বা কর্মসূচিভিত্তিক ব্যয়, চার্ট অব অ্যাকাউন্টস ও অন্যান্য খাতের সকল প্রকার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান, রিসার্চ ও ইনোভেশন ডেভেলপমেন্ট;

(গ) স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম কার্যক্রমের রূপকল্প, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা;

(ঘ) টেকসই ব্যবসায়িক মডেল ও মার্কেট লিংকেজ তৈরি ও সম্প্রসারণ;

(ঙ) কোম্পানি সংক্রান্ত সকল আইনি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা।

(২) এনজিও সংস্থা পর্যায়: ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ, সিএইচটি উইমেন ফোরাম, এবং ভবিষ্যতে সংযুক্ত সকল স্বীকৃত এনজিও সংস্থা নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

(ক) সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারী ও শিশু উন্নয়ন, মানবাধিকার সহায়তা ইত্যাদি) পরিচালনা;

(খ) কমিউনিটি মবিলাইজেশন ও সচেতনতামূলক উদ্যোগ বাস্তবায়ন;

(গ) লক্ষ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সামাজিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম আয়োজন;

(ঘ) সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

(ঙ) প্রকল্পভিত্তিক ফিল্ড মনিটরিং, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।

(৩) অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও অংশীদার সংস্থা পর্যায়: প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, অনুমোদিত বা সমন্বয়াধীন অংশীদার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ: (যেমন: সরকার, মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, স্থানীয় সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইত্যাদি)

(ক) নির্ধারিত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (MoU)-এর আলোকে নিজ নিজ ভূমিকায় কাজ করবে;

(খ) যৌথ উদ্যোগে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করবে;

(গ) প্রকল্প বা প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট অংশে কারিগরি ও মানবসম্পদ সহায়তা প্রদান করবে;

(ঘ) বিভিন্ন স্তরের পরামর্শ ও নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অবদান রাখবে।

২৫। অধীনস্থ বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্ধারিত নীতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আর্থিক সহায়তা অথবা দান, অনুদান, বিনিয়োগ ও ঋণ প্রদান করতে পারবে।

২৬। প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন কাঠামো

(১) **অর্থায়ন কাঠামো:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবা বিতরণ কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও পৃষ্ঠপোষকতা করার লক্ষ্যে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কর্পোরেট কোম্পানি, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, কমিউনিটির সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি, জনহিতৈষী ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে যেকোনো পরিমাণের অর্থ বা সম্পদ গ্রহণ ও সংগ্রহের পূর্ণ অধিকার রাখে। উক্ত অর্থ বা সম্পদ গ্রহণ ও সংগ্রহের উৎস হিসেবে রেজিস্ট্রেশন ফি, সাবস্ক্রিপশন ফি, অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ এবং অন্যান্য স্বীকৃত মাধ্যম অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উল্লেখিত অর্থায়ন প্রযোজ্য নীতিমালা, চুক্তি, সমঝোতা স্মারক (MoU), এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুযায়ী বরাদ্দ ও সম্পদের সঠিক ও কার্যকর ব্যবহারের নিশ্চয়তার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। ব্যয়ের প্রতিটি ক্ষেত্র স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে ব্যবস্থাপনা করা হবে। অর্থায়নের উৎসসমূহ নিম্নরূপ: ১) কমিউনিটি সদস্যের রেজিস্ট্রেশন ও

পৃষ্ঠা ৫ থেকে ১৯

সাবস্ক্রিপশন ফি, ২) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP), ৩) সোশ্যাল বিজনেস ও ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট, ৪) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার প্রকল্প ভিত্তিক সহায়তা, ৫) দান ও অনুদান (নন-রিফান্ডেবল), ৬) বিনিয়োগ (আয় বা লাভ প্রত্যাশিত), ৭) ঋণ (ফেরতযোগ্য চুক্তিভিত্তিক অর্থ) এবং ৮) অন্যান্য বৈধ ও স্বীকৃত উৎসসমূহ।

(২) **বাস্তবায়ন কাঠামো:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবা বিতরণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সদস্যপদ, প্রাপ্ত অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা, বরাদ্দ ও বাজেট, এবং প্রযোজ্য নীতিমালার আলোকে বাস্তবায়িত হবে। কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও ফলাফল নিশ্চিতকরণে বাস্তবায়ন কাঠামোর আওতায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ, পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বিশেষজ্ঞ পরামর্শক ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বাস্তবায়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হবে।

২৭। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আয়ের উৎস ও অর্থ সংগ্রহ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের টেকসই বাস্তবায়ন এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বহুমুখী ও পরিকল্পিত আয় উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ এবং সংযুক্তি নিশ্চিত করা হবে। এ উদ্দেশ্যে নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহ থেকে অর্থায়ন গ্রহণ এবং সেগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। প্রকল্প বা কর্মসূচিভিত্তিক প্রধান আয়ের উৎসসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **সরকারি অনুদান ও সহায়তা:** সরকারি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বার্ষিক বা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান, কারিগরি সহায়তা, উপকরণ, মানবসম্পদ সহায়তা এবং চুক্তিভিত্তিক অর্থায়ন যা সরকার অনুমোদিত কার্যক্রমের আওতায় প্রাপ্ত হবে।

(২) **আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা:** জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ADB, JICA, DFID, GIZ, USAID, EU সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়ন।

(৩) **বাণিজ্যিক বিনিয়োগ:** প্রকল্পে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেট খাতের বিনিয়োগ, পাশাপাশি Social Business বা Impact-driven financing এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অংশিদারিত্ব গঠন।

(৪) **সদস্য ফি:** সাধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক, আজীবন ও অন্যান্য শ্রেণির সদস্যদের এককালীন এবং নিয়মিত রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি।

(৫) **কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:** অংশগ্রহণ ফি, কোর্স ফি এবং আয়োজনে সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহায়তা থেকে প্রাপ্ত আয়।

(৬) **স্পনসরশিপ:** বিভিন্ন কোম্পানি ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার CSR কর্মসূচির আওতায় অর্থ, সামগ্রী বা কারিগরি সহায়তা গ্রহণ।

(৭) **পণ্য ও সেবা বিক্রি:** সামাজিক উদ্যোগভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য, কারিগরি সেবা, পরামর্শ, প্রকাশনা, অ্যাপ্লিকেশন, সফটওয়্যার ইত্যাদির বিপণন।

(৮) **ফান্ডরেইজিং ইভেন্ট:** চ্যারিটি প্রোগ্রাম, নিলাম, প্রদর্শনী, মেলা, কনসার্ট, ম্যারাথন বা র‍্যান্ডমাইজড ইনসেন্টিভ প্রোগ্রাম, স্ক্র্যাচকার্ড প্রোগ্রাম, কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ও জনসচেতনতামূলক ইভেন্ট আয়োজন।

(৯) **ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম:** দেশি-বিদেশি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (যেমন: GoFundMe, GlobalGiving, LaunchGood, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট ইত্যাদি) ব্যবহার করে অনলাইনে গণঅনুদান সংগ্রহ।

(১০) **অন্যান্য বিনিয়োগ ও আয়ের সুযোগ:** নতুন সম্ভাবনাময় সামাজিক উদ্যোগ, স্টার্টআপ, অংশীদারিত্বভিত্তিক প্রকল্প, গ্রিন এন্টারপ্রাইজ, প্রযুক্তিনির্ভর মডেল (Digital Subscription, Freemium Services)।

(১১) **ডোনেশন, উইল ও দানবাক্স:** স্বেচ্ছায় দান, দাতব্য উইল (Will) এবং নির্দিষ্ট স্থানে দানবাক্স স্থাপন ও তদারকির মাধ্যমে নগদ বা অ-নগদ সহায়তা সংগ্রহ।

(১২) **সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার Matching Fund এবং Co-financing:** যেসব সহযোগী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, তাদের পক্ষ থেকে Match Fund বা যৌথ অর্থায়নের সুযোগ কাজে লাগানো হবে। উপযুক্ত পরিকল্পনা, সুশাসন এবং স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপরোক্ত উৎসসমূহকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো হবে।

২৮। দান-অনুদান, বিনিয়োগ ও ঋণ সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনার এখতিয়ার

(১) **দান ও অনুদান সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার গৃহীত স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম সফল বাস্তবায়ন এবং জনকল্যাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কর্পোরেট কোম্পানি, কমিউনিটি সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে যেকোনো পরিমাণে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান, অনুদান বা সম্পদ গ্রহণ ও সংগ্রহ করতে পারবে, যা প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম এবং জনকল্যাণমুখী যেকোনো কার্যক্রমে ব্যবহার করা যাবে। উল্লেখ্য যে, অনুদান বা দান হিসেবে সংগৃহীত অর্থ, সম্পদ ও প্রোডাক্ট বা পরিষেবা ফেরত প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

(২) **বিনিয়োগ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার গৃহীত স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কোম্পানি, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে যেকোনো পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ গ্রহণ ও বিনিয়োগ সংগ্রহ করতে পারবে, যা প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে। বিনিয়োগকারীগণ নির্ধারিত শর্ত ও চুক্তির আলোকে আয় বা মুনাফার অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৩) **ঋণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান নিশ্চিতকরণে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কোম্পানি, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে যেকোনো পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের ঋণ বা সম্পদ গ্রহণ ও সংগ্রহ করতে পারবে। উক্ত ঋণ নির্ধারিত সময়সীমা, চুক্তিভিত্তিক শর্তাবলী এবং ফেরতযোগ্যতা নীতিমালার আলোকে গ্রহণযোগ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের কল্যাণে ব্যবহার যাবে।

(৪) **সোশ্যাল বিজনেস:** স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় সোশ্যাল বিজনেস পরিচালনা এবং প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা এবং প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবা বিতরণ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, পৃষ্ঠপোষকতা এবং সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, কমিউনিটির সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে যেকোনো পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ দান-অনুদান, বিনিয়োগ এবং ঋণ গ্রহণ ও সংগ্রহ করার এখতিয়ার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার থাকবে।

(৫) **সোশ্যাল সার্ভিসেস:** স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় সোশ্যাল সার্ভিসেস পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা এবং প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবা বিতরণ কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কর্পোরেট কোম্পানি, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, কমিউনিটির সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে যেকোনো পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ দান-অনুদান, বিনিয়োগ এবং ঋণ গ্রহণ ও সংগ্রহের এখতিয়ার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার থাকবে।

২৯। দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমসমূহ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ উল্লিখিত যেকোনো পদ্ধতি ও মাধ্যম দ্বারা পরিচালনা করতে পারবে। যথা: ১) বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাধারণ ব্যাংকিং সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে, ২) অনলাইন ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে, ৩) ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ৪) বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN), ৫) রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS), ৬) ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB), ৭) বাংলা কিউআর / কিউআর পেমেন্ট (Bangla QR / QR Payment), ৮) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS:bKash, Nagad, Rocket, Upay, SureCash, TapPay, iPay ইত্যাদি), ৯) আন্তঃব্যাংক অর্থ স্থানান্তর (IBFT-Inter-Bank Fund Transfer), ১০) কার্ড পেমেন্ট সিস্টেম (Visa, Mastercard, Amex, UnionPay), ১১) ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে (EOPG: ShurjaPay, SSLCommerz, PortWallet, EkPay, AamarPay, ইত্যাদি), ১২) আন্তর্জাতিক ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে PayPal, Stripe, Payoneer, Skrill, 2Checkout (Verifone), Authorize.Net, Square, Amazon Pay, Google Pay, Apple Pay ইত্যাদি, ১৩) বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACH-Bangladesh Automated Cheque Processing System), ১৪) বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমস (BEPS-Bangladesh Electronic Payment Systems) ও ১৫) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুমোদিত দেশি ও বিদেশি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে।

পৃষ্ঠা ৬ থেকে ১৯

৩০। সদস্য ফি কাঠামো ও অর্থায়নের নির্দেশিকা

(১) **রেজিস্ট্রেশন ফি:** নতুন সদস্যরা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য একটি এককালীন অফেরতযোগ্য ফি প্রদান করবে।

(২) **সাবস্ক্রিপশন ফি:** সদস্যরা রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য অফেরতযোগ্য মাসিক বা বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদান করবে।

(৩) **অন্যান্য সদস্য ফি:** বিভিন্ন কার্যক্রম বা বিশেষ সুবিধার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান ফি বা কর্মশালা বা সেমিনার ফি বা সার্টিফিকেট বা আইডি ফি প্রদান করবে (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)।

(৪) **রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি হ্রাস বা বৃদ্ধি:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজন অনুসারে My Welfare App, welfarebd.org এবং সংশ্লিষ্ট যেকোনো অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামসহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যেকোনো সময় রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারবে।

(৫) **স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিতভাবে এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি দিয়ে অংশগ্রহণ:**
প্রকল্পভিত্তিক অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে সদস্যরা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমে স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই অংশগ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে। যথা:

(ক) ফি প্রদানের বাধ্যবাধকতা:

১) সদস্যদেরকে নির্ধারিত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদান করতে হবে।

২) এ ফি সদস্যপদ প্রক্রিয়াকরণ ও সেবা ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) ফি ব্যবহারের উদ্দেশ্য:
সংগৃহীত ফি দান-অনুদান নির্ভর প্রকল্পসমূহের প্রস্তুতি, প্রক্রিয়াকরণ ও দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও কারিগরি ব্যয় নির্বাহে ব্যবহৃত হবে।

(গ) সুবিধা গ্রহণের কাঠামো:

১) সদস্যরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত পরিষেবা বা নির্ধারিত ফ্রি সেবার বরাদ্দ অনুযায়ী ধাপে ধাপে সুবিধা গ্রহণ করবে।

২) সেবার ধরন ও পর্যায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নির্দেশিত নিয়ম ও শর্ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

(ঘ) শর্তসাপেক্ষ অংশগ্রহণ:

১) সদস্যদের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ শর্তসাপেক্ষ।

২) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার উপর কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ, জোরপূর্বক সেবা আদায়ের চেষ্টা বা অন্যান্য দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তা নীতিমালার পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩১। রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি রিফান্ড পলিসি
প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত রিফান্ড পলিসি প্রযোজ্য হবে:

(১) রেজিস্ট্রেশন ফি- রিফান্ড পলিসি:

(ক) সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি কোনোভাবেই ফেরতযোগ্য নয়।

(খ) এই ফি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক সদস্যপদ প্রক্রিয়া সম্পাদন, প্রশাসনিক যাচাই এবং প্ল্যাটফর্ম ব্যবস্থাপনার খরচ নির্বাহে ব্যবহৃত হয়।

(গ) কোনো সদস্য স্বেচ্ছায় সদস্যপদ বাতিল করলেও বা পরবর্তীতে সেবা গ্রহণ না করলেও ফি ফেরতের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) সাবস্ক্রিপশন ফি- রিফান্ড পলিসি:

(ক) নির্ধারিত মেয়াদের জন্য প্রদত্ত সাবস্ক্রিপশন ফি ফেরতযোগ্য নয়।

(খ) সদস্যগণ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই ফি পরিশোধ করে সেবা গ্রহণের অধিকার অর্জন করবে এবং প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার চলমান কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

(গ) স্বেচ্ছায় সদস্যপদ পরিত্যাগ, নিষ্ক্রিয়তা বা নিজ সিদ্ধান্তে সেবা গ্রহণ বন্ধ করলেও সাবস্ক্রিপশন ফি ফেরত দেওয়া হবে না।

(৩) অন্যান্য শর্তাবলী:

(ক) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তার বিবেচনায় বিশেষ পরিস্থিতিতে (যেমন: প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা দ্বৈত লেনদেন) সীমিত ও যাচাইসাপেক্ষে ফেরত বিবেচনা করতে পারে।

(খ) এ ধরনের ক্ষেত্রে লিখিত আবেদন, প্রমাণাদি ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(গ) ফেরতের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক বলে গণ্য হবে।

৩২। সদস্যপদে অংশগ্রহণ ও অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি ব্যবস্থাপনা
প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য হলো অনগ্রসর, দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া এবং সমস্যাগ্রস্ত জনগণের আর্থিক ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়ন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে, যার অর্থায়নের একটি মূল উৎস হবে বিভিন্ন ধরনের সদস্যপদে রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে সংগৃহীত এককালীন অফেরতযোগ্য ফি। সদস্যরা স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিতভাবে নির্ধারিত শ্রেণিভুক্ত সদস্যপদে আবেদন করে নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি এককালীন পরিশোধ করবে। সদস্যপদে অংশগ্রহণ ও অফেরতযোগ্য প্রাপ্ত ফি ব্যবস্থাপনা। যথা:

(১) রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি নিম্নলিখিত খাতসমূতে ব্যয় ও বিনিয়োগ করা হবে:

(ক) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রশাসনিক পরিচালন ব্যয়;

(খ) স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ব্যয়;

(গ) সদস্যদের জন্য নির্ধারিত সুবিধা প্রদান ও কার্যকরকরণ ব্যয়;

(ঘ) প্রযুক্তি ও তথ্য-ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা ব্যয়;

(ঙ) দেশ ও বিদেশে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ/সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়;

(চ) কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী ও অস্থায়ী বা পার্ট-টাইম জনবলের ন্যায্য ও প্রণোদনামূলক আর্থিক সুবিধা (যেমন: বেতন বা ভাতা, কমিশন, বোনাস, ইনসেনটিভ, পুরস্কার ইত্যাদি) ব্যয়;

(ছ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিনিয়োগ ব্যয়;

(জ) দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে এককভাবে অথবা যৌথভাবে বিনিয়োগ ব্যয়;

(ঝ) চার্ট অব অ্যাকাউন্টস অনুসারে অন্যান্য খাতসমূহে ব্যয়।

(২) রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি সংগ্রহ বা পরিশোধের মাধ্যম: প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ফি এবং সাবস্ক্রিপশন ফি সংগ্রহ করতে পারবে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ উল্লিখিত যেকোনো পদ্ধতি ও মাধ্যম দ্বারা পরিচালনা করতে পারবে। যথা: ১) বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাধারণ ব্যাংকিং সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে, ২) অনলাইন ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে, ৩) ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ৪) বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN), ৫) রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS), ৬) ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB), ৭) বাংলা কিউআর / কিউআর পেমেন্ট (Bangla QR / QR Payment), ৮) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS:bKash, Nagad, Rocket, Upay, SureCash, TapPay, iPay ইত্যাদি), ৯) আন্তঃব্যাংক অর্থ স্থানান্তর (IBFT-Inter-Bank Fund Transfer), ১০) কার্ড পেমেন্ট সিস্টেম (Visa, Mastercard, Amex, UnionPay), ১১) ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে (EOPG: ShurjaPay, SSLCommerz, PortWallet, EkPay, AamarPay, ইত্যাদি), ১২) আন্তর্জাতিক ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে PayPal, Stripe, Payoneer, Skrill, 2Checkout (Verifone), Authorize.Net, Square, Amazon Pay, Google Pay, Apple Pay ইত্যাদি, ১৩) বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACH-Bangladesh Automated Cheque Processing System), ১৪) বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমস (BEPS-Bangladesh Electronic Payment Systems) ও ১৫) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুমোদিত দেশি ও বিদেশি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি সংগ্রহ বা পরিশোধ করতে পারবে।

৩৩। বিভিন্ন প্রকার রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি গ্রহণ ব্যবস্থাপনায় হয়রানিমূলক আইনি পদক্ষেপ নিষিদ্ধ
প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মাবলী অনুসারে নির্ধারিত হার ও পদ্ধতিতে গৃহীত স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি

পৃষ্ঠা ৭ থেকে ১৯

বৈধ ও চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। একবার প্রদত্ত কোনো ফি কোনো অবস্থাতেই ফেরতযোগ্য হবে না, যদি না প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নীতিমালায় বিশেষভাবে ভিন্নভাবে উল্লেখ থাকে। ফি প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সদস্য বা গ্রাহক উক্ত নীতিমালা স্বেচ্ছায় ও পূর্ণ সম্মতিতে গ্রহণ করেছেন বলে বিবেচিত হবে। এই বিষয়ে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট মামলা, অভিযোগ বা অন্য কোনো প্রকার আইনি কার্যধারা গ্রহণযোগ্য হবে না। সকল প্রকার বিরোধ কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি ও প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিধি এবং প্রক্রিয়া অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

৩৪। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ ও মুনাফা বণ্টন

(১) মুনাফার বিনিয়োগ ও বণ্টন: প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হবে। অবশিষ্ট মুনাফা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নীতি অনুযায়ী অংশীদার, সদস্য বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টন করা যেতে পারে। বিনিয়োগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রযোজ্য আইন এবং বিধিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে।

(২) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ:

বিনিয়োগযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ হবে নিম্নরূপ-

(ক) সরকারি সঞ্চয়পত্র, বন্ড ও ট্রেজারি বিল;
(খ) ব্যাংক ফিক্সড ডিপোজিট ও আমানত স্কিম;
(গ) শেয়ার বাজারে অনুমোদিত শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড;
(ঘ) অবকাঠামো ও শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প;
(ঙ) সামাজিক উন্নয়ন ও প্রভাবমূলক প্রকল্প (Social Impact Projects);
(চ) বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম।
(ছ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিনিয়োগ;
(জ) দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে এককভাবে অথবা যৌথভাবে বিনিয়োগ।

৩৫। দান-অনুদান, বিনিয়োগ ও ঋণ সংগ্রহকারীদের জন্য ফি ও কমিশন ব্যবস্থাপনা

স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার পক্ষ থেকে যেসব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দান-অনুদান, বিনিয়োগ বা ঋণ সংগ্রহে সহায়তা করবে, তাদের নির্ধারিত হারে সম্মানী বা ফি বা চার্জ বা কমিশন প্রদান করা যেতে পারে। এই হার নিম্নরূপ:

(১) **দান-অনুদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে:** দান-অনুদান সংগ্রহকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্ত অনুদানের সর্বোচ্চ ৩% থেকে ১০% পর্যন্ত কমিশন বা চার্জ বা ফি প্রদানযোগ্য হবে।

(২) **বিনিয়োগ সংগ্রহের ক্ষেত্রে:** বিনিয়োগ সংগ্রহকারীদের ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্ত বিনিয়োগের উপর সর্বোচ্চ ৫% থেকে ৭.৫% পর্যন্ত কমিশন বা চার্জ বা ফি প্রদান করা যাবে।

(৩) **ঋণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে:** ঋণ সংগ্রহে সহায়তাকারীদের জন্য প্রাপ্ত ঋণের সর্বোচ্চ ২.৫% থেকে ৫% পর্যন্ত কমিশন বা চার্জ বা ফি নির্ধারণযোগ্য হবে।

৩৬। ব্যাংক হিসাব ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা করতে পারবে। উক্ত হিসাবসমূহ কেবলমাত্র নির্ধারিত ও অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।

৩৭। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত বিধান

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশে এক বা একাধিক সঞ্চয়ী, চলতি, মেয়াদী, এসএনডি বা অন্যান্য প্রকারের ব্যাংক হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে পারবে। উক্ত হিসাবসমূহ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রযোজ্য আইন, বিধি-বিধান ও অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৩৮। আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সকল আর্থিক লেনদেন স্বচ্ছ, সঠিক ও সময়মতো নথিভুক্ত করা হবে। উক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে এবং আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

৩৯। নিরীক্ষা (Audit) ও জবাবদিহিতা

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা সরকারের অনুমোদিত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়
প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের ফি কাঠামো এবং প্রোডাক্ট ও পরিষেবা ব্যবস্থাপনা

৪০। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে উদ্যোক্তা, কৃষক, খামারী, মৎসজীবী সদস্যদের রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন আওতাভুক্ত ফ্রি সেবাসমূহ

স্মার্ট এগ্রিকালচার বাস্তবায়নে উদ্যোক্তা, কৃষক, খামারী, মৎসজীবী সদস্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার My Welfare App, welfarebd.org ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক Software, Website, Mobile Apps ও Modern Technology-এর মাধ্যমে অথবা নির্ধারিত যেকোনো উপায় বা পদ্ধতিতে স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানপূর্বক নির্ধারিত সময়ের জন্য নিবন্ধিত হলে স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের মেয়াদকালের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দান ও অনুদান (নন-রিফান্ডেবল), বিনিয়োগ (আয় বা লাভ প্রত্যাশিত), দেশি-বিদেশি সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যপুষ্ট দাতাগোষ্ঠীর সহায়তা, বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্প, স্কিম বা কর্মসূচির প্রোডাক্ট অথবা পরিষেবা সমূহের জন্য পর্যায়ক্রমে আওতাভুক্ত হবে। যথা:

(১) মহানগর, জেলা, উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি বান্ধব ফেয়ার আয়োজন করা;
(২) উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বীজের বাজার ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;
(৩) বিভিন্ন প্রকার বীজ, সার ও কীটনাশক ব্যবহার, প্রাণিজ ও মৎস্য পোনা উৎপাদন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
(৪) বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কৃষি প্রকল্প বা কর্মসূচির আওতায় বা নিজস্ব অর্থায়নে কৃষকদের বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রাংশ দিয়ে সহায়তা করা;
(৫) স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচির আওতায় উদ্যোক্তা, কৃষক, খামারী, মৎসজীবী সদস্যদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;
(৬) উদ্যোক্তা, কৃষক, খামারী, মৎসজীবীদের নিয়ে স্মার্ট এগ্রিকালচার বাস্তবায়ন সভা আয়োজন করা;
(৭) কৃষক বান্ধব বজ্রপাত সহনীয় কৃষক ছাউনি, কৃষক ক্লাব, কমিউনিটি রাইস ব্যাংক, খাদ্য গুদাম স্থাপন করা;
(৮) জেলা, উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক বান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন করতে সহায়তা করা;
(৯) উদ্যোক্তা, কৃষক, খামারী, মৎসজীবীদের নিয়ে কৃষক কমিউনিটি বা পিডিসি গঠন করা;
(১০) কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের গুদামজাতকরণে আধুনিক সংরক্ষণাগার নির্মাণে সহায়তা করা;
(১১) কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিকায়নে উদ্যোক্তা, কৃষক, খামারী, মৎসজীবীদের তথ্য প্রযুক্তি ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমের অপটিমাইজেশনের বিষয়ে ধারণা প্রদান করা।

৪১। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় কমিউনিটি সদস্য রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি ও প্রোগ্রাম রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি কাঠামো

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন এবং জলবায়ু সহনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় কমিউনিটি সদস্য রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি গ্রহণ এবং বিভিন্ন প্রকার প্রোগ্রাম ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কার্যক্রম পরিচালা করা হবে। রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি সমূহ:

(১) Welfare Farmer Community রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি নিম্নরূপ। যথা:

ক্রম	কমিউনিটি রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ক্যাটাগরি	কোড নম্বর	রেজিস্ট্রেশন ফি	সাবস্ক্রিপশন ফি			
			৫ বছর	১০ বছর	১৫ বছর	২০ বছর	২৫ বছর
(১)	Welfare Farmer Community	WFC	৫০০/-	১,০০০/-	১,৫০০/-	২,০০০/-	২,৫০০/-

(২) স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় উদ্যোক্তা, কৃষক, খামারী ও মৎস্যজীবী সদস্যদের জন্য রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি কাঠামো। যথা:

পৃষ্ঠা ৮ থেকে ১৯

ক্রম	প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামের নাম	কোড নম্বর	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি পরিশোধের ধরন
(১)	মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প	MFCP	সর্বনিম্ন: ৫,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১১,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(২)	মিশ্র সবজি চাষ প্রকল্প	MVCP	সর্বনিম্ন: ৩,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৭,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৩)	ধান চাষ প্রকল্প	PCP	সর্বনিম্ন: ৪,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৯,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৪)	মাশরুম চাষ প্রকল্প	MCP	সর্বনিম্ন: ৫,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১১,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৫)	মৌ চাষ প্রকল্প	BKP	সর্বনিম্ন: ৮,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১৭,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৬)	মৎস্য চাষ প্রকল্প	FFP	সর্বনিম্ন: ১৫,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৩১,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৭)	গাভী পালন প্রকল্প	CFP	সর্বনিম্ন: ১৫,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৩১,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৮)	ছাগল পালন প্রকল্প	GRP	সর্বনিম্ন: ৭,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১৫,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৯)	হাঁস পালন প্রকল্প	DRP	সর্বনিম্ন: ৩,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৭,৫০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(১০)	মুরগি পালন প্রকল্প	PFP	সর্বনিম্ন: ৩,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৭,৫০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য

(৩) স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে প্রান্তিক এলাকায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় কৃষি যন্ত্রাংশ বিতরণ সংক্রান্ত ফি কাঠামো। যথা:

ক্রম	প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামের নাম	কোড নম্বর	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি পরিশোধের ধরন
(১)	পাওয়ার টিলার (বিশেষ স্কীম)	T-SS	সর্বনিম্ন: ৩০,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৭৫,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(২)	ধান মাড়াই মেশিন (বিশেষ স্কীম)	RT-SS	সর্বনিম্ন: ২৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫০,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৩)	সেচ পাম্প (বিশেষ স্কীম)	IP-SS	সর্বনিম্ন: ৭,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১৫,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৪)	লাঙ্গল (বিশেষ স্কীম)	PL-SS	সর্বনিম্ন: ৭,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১২,৫০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৫)	অন্যান্য কৃষি যন্ত্রাংশ (বিশেষ স্কীম)	OAT	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য

৪২। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে কৃষি সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে ক্যাটাগরি-ভিত্তিক যন্ত্রাংশের শ্রেণিবিভাগসমূহ

স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প বা কর্মসূচি এর আওতায় প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ ৫০% ও কৃষক বা কৃষি উদ্যোক্তা ৫০% অথবা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ ৭০% ও কৃষক বা কৃষি উদ্যোক্তা ৩০% হারে অংশগ্রহণ অথবা নির্ধারিত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি অথবা যেকোনো উপায় বা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কৃষি সম্প্রসারণ ও আধুনিয়কায়নে ক্যাটাগরি ভিত্তিক যন্ত্রাংশের শ্রেণী বিভাগসমূহ যথাক্রমে- ১) পরিবহন যান, ২) ইউটিলিটি যানবাহন, ৩) মেটালওয়ার্কিং মেশিন, ৪) মেশিন টুলস, ৫) কাঠের তৈরি মেশিন, ৬) নির্মাণকাজের যন্ত্রপাতি, ৭) অটোমেশন প্রযুক্তি, ৮) ফর্কলিফ্ট, ৯) প্রপালশন, ১০) কনভেয়িং প্রযুক্তি, ১১) খাদ্য প্রযুক্তি, ১২) স্টোরেজ প্রযুক্তি, ১৩) প্রিন্টিং মেশিন, ১৪) প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ, ১৫) প্লাস্টিক প্রযুক্তি, ১৬) পুনর্ব্যবহার, ১৭) নিষ্পত্তি, ১৮) প্যাকেজিং মেশিন, ১৯) শক্তি প্রযুক্তি, ২০) পৌর প্রযুক্তি এবং ২১) অন্যান্য যন্ত্রাংশের শ্রেণী বিভাগসমূহ স্মার্ট এগ্রিকালচার বাস্তবায়নের আওতাভুক্ত হবে।

৪৩। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা, প্রণোদনা ও উপকরণ ক্যাটাগরিসমূহ

ক্রম	প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামের নাম	কোড নম্বর	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি পরিশোধের ধরন
(১)	স্মার্ট এগ্রিকালচার কমিউনিটি সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(২)	গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় আর্থিক সহয়তা ও প্রণোদনা প্রদান	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৩)	গবেষকদের আর্থিক সহায়তা / প্রণোদনা প্রদান	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৪)	উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা / প্রণোদনা প্রদান	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৫)	উদ্যোক্তা, কৃষক, খামারী, মৎসজীবী সদস্যদের প্রশিক্ষণে আর্থিক সহায়তা/ প্রণোদনা প্রদান	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৬)	সার ও কীটনাশক বিতরণ কার্যক্রম	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৭)	বীজ বিতরণ কার্যক্রম	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৮)	উদ্যোক্তা, কৃষক, খামারী, মৎসজীবী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৯)	মান সম্পন্ন বীজ/সার/পোনা/ প্রাণিজ উৎপাদনে আর্থিক/কারিগরি/প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(১০)	কৃষি খাতে উপকরণ, যান্ত্রিকীকরণ সহায়তা প্রদান	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(১১)	পোনা মাছ অবমুক্তিকরণ বা বিতরণ	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(১২)	বসত বাড়ির আঙ্গীনায় সবজি চাষে আর্থিক / কারিগরি সহায়তা প্রদান	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(১৩)	উন্নত জাতের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে প্রশিক্ষণ প্রদান	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(১৪)	খাদ্যশস্য (চাল, গম ও ভূট্টা) সংগ্রহ ও বিতরণ	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(১৫)	রেশনিং ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি	-	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য

৪৪। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় প্রোডাক্ট বা পরিষেবা বিতরণ ব্যবস্থাপনা

স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫০:৫০ বা ৭০:৩০ অনুপাতে স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে অংশগ্রহণ অথবা নির্ধারিত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি অথবা যেকোনো উপায় বা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করে অংশগ্রহণ করলে, সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশনকৃত সদস্যগণ গেজেট বিজ্ঞপ্তি বা দেশ-বিদেশের সরকারি ও বেসরকারি দাতাগোষ্ঠীর দান,অনুদান, বিনিয়োগ বা স্কিম বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের মেয়াদকালের মধ্যে প্রোডাক্ট অথবা পরিষেবা অথবা বোনাস অথবা এককালীন আর্থিক সহায়তার আওতাভুক্ত হবে। প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহ: ১) মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ২) মিশ্র সবজি চাষ প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ৩) ধান চাষ প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ৪) মাশরুম চাষ প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ৫) মৌ চাষ প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ৬) গম চাষ প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ৭) ভুট্টা চাষ প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ৮) মসলা চাষ প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ৯) হলুদ চাষ প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ১০) আদা চাষ প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ১১) কৃষির বাণিজ্যিক উৎপাদন এলাকায় কোল্ড চেম্বার বা সবজি সংরক্ষণাগার বা মাল্টি-পারপাস সংরক্ষণাগার বা কোল্ড স্টোরেজ (হিমাগার) স্থাপন প্রকল্প বা কর্মসূচি, ১২) অর্গানিক জুস ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জুস ফ্যাক্টরি প্লান্ট বা জুস ম্যানুফ্যাকচারিং স্থাপন প্রকল্প বা কর্মসূচি, ১৩) মৎস্য চাষ প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ১৪) গাভী পালন প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ১৫) ছাগল পালন প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ১৬) হাঁস পালন প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ১৭) মুরগি পালন প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ১৮) মহিষ পালন প্রকল্পে মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম, ১৯) মৎস্য ও মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ পুষ্টির চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি শীর্ষক যেকোনো প্রকল্প বা কর্মসূচি, ২০) সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষী তথা বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন শীর্ষক যেকোনো প্রকল্প বা কর্মসূচি, ২১) বরফ উৎপাদন ও সংরক্ষণ (বরফকল) প্রকল্প বা কর্মসূচি, ২২) সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ শীর্ষক যেকোনো প্রকল্প বা কর্মসূচি, ২৩) প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদান, প্রাণির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপুরণ শীর্ষক যেকোনো প্রকল্প বা কর্মসূচি, ২৪) প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন শীর্ষক যেকোনো প্রকল্প বা কর্মসূচি, ২৫) সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ শীর্ষক যেকোনো প্রকল্প বা কর্মসূচি, ২৬) দেশের খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগণের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করণ, খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক যেকোনো প্রকল্প বা কর্মসূচি, ২৭) সৌর শক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ ও জলবায়ু বান্ধব রান্নার প্রযুক্তি (Solar Home Cooking System) প্রসার এবং বায়ু দূষণ হ্রাস, জলবায়ু

পৃষ্ঠা ৯ থেকে ১৯

প্রশমন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর প্রভাব নিরূপণ প্রকল্প বা কর্মসূচি, ২৮) জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প বা কর্মসূচি, ২৯) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নদীর তীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প বা কর্মসূচি, ৩০) সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও মান উন্নয়ন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প বা কর্মসূচি, ৩১) নদীর তীরবর্তী ইকো-পার্ক বা রিভার ট্যুরিজম বা রিভার ভিলেজ বা রিভার গার্ডেন নির্মাণ প্রকল্প বা কর্মসূচি, ৩২) দুর্যোগ প্রশমনে বন তাল, ম্যানগ্রোভ ও স্ট্রিপ বনায়ন প্রকল্প বা কর্মসূচি, ৩৩) জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প বা কর্মসূচি, ৩৪) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বা কর্মসূচি, ৩৫) জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প বা কর্মসূচি, ৩৬) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির প্রভাব মোকাবেলায় গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি বা স্ট্রীট লাইট স্থাপন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচি, ৩৭) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীবিকায়ন প্রকল্প বা কর্মসূচি ও ৩৮) সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ প্রকল্প বা কর্মসূচি এবং ৩৯) অন্যান্য প্রকল্প বা কর্মসূচি।

৪৫। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প বা কর্মসূচি

স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত, যার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও সময়-সাশ্রয়ী করা হবে।

(১) কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পে অংশগ্রহণ ও অর্থায়ন কাঠামো

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ এবং কৃষক বা কৃষি উদ্যোক্তাদের মধ্যে যৌথ অংশগ্রহণ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে হতে পারে:

(ক) ৫০:৫০ অনুপাতে প্রতিষ্ঠান ও কৃষক বা উদ্যোক্তার যৌথ বিনিয়োগ;

(খ) ৭০:৩০ অনুপাতে প্রতিষ্ঠান বা সরকারি অনুদান এবং কৃষক বা উদ্যোক্তার অংশগ্রহণ;

(গ) এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি-এর মাধ্যমে;

(ঘ) স্বীকৃত অন্যান্য পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বা অনুদান-ভিত্তিক অংশগ্রহণ;

(ঙ) নিবন্ধিত সদস্যগণ প্রাসঙ্গিক দেশ ও বিদেশের সরকারি বা বেসরকারি দাতাগোষ্ঠীর সহায়তা সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যন্ত্রপাতি বা সেবা বা বোনাস বা আর্থিক সহায়তা পেতে পারে।

(২) কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পে যন্ত্রপাতির ক্যাটাগরি

নিম্নোক্ত কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহ স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প বা কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত হবে:

(ক) **ভূমি প্রস্তুতি ও চাষাবাদ যন্ত্রপাতি:** ১) ট্রাক্টর, ২) ট্র্যাক্টোরেন (শ্লেপার), ৩) পাওয়ার টিলার, ৪) লাঙ্গল, ৫) ডিস্ক হ্যারো, ৬) হ্যারো, ৭) সেইপেল ল্যান্ড মেশিন, ৮) চাষের যন্ত্র, ৯) টিপুন, ১০) প্রাচীন গাড়ি, ১১) পাওয়ার হ্যারোস, ১২) ফল ক্রমবর্ধন মেশিন ও ১৩) অন্যান্য ভূমি প্রস্তুতি ও চাষাবাদ যন্ত্রপাতিসমূহ।

(খ) **রোপণ, বপন ও বীজ ব্যবস্থাপনা:** ১) বীজ ড্রিল, ২) শস্য বীজ যন্ত্র, ৩) সার প্রয়োগ যন্ত্র, ৪) সার মেশিন, ৫) সার স্প্রেডার, ৬) হার্বিসাইড মেশিন ও ৭) অন্যান্য রোপণ, বপন ও বীজ ব্যবস্থাপনা সমূহ।

(গ) **সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা:** ১) সেচ পাম্প, ২) সোলার পাম্প, ৩) ট্যাঙ্কার ও ৪) অন্যান্য সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনাসমূহ।

(ঘ) **আগাছা ও বন নিধন যন্ত্র:** ১) বন জঙ্গল কাটার যন্ত্র, ২) চপার, ৩) শ্রেডার, ৪) খড় টেডার/খড় মেশিন, ৫) মুলচার ও ৬) অন্যান্য আগাছা ও বন নিধন যন্ত্রসমূহ।

(ঙ) **শস্য কর্তন, সংগ্রহ ও মাড়াই যন্ত্র:** ১) হার্ভেস্টার, ২) স্বচালিত শস্য কর্তন যন্ত্র, ৩) ধান মাড়াই মেশিন, ৪) বাদাম মাড়াই যন্ত্র, ৫) হলুদ/কফি পলিসার যন্ত্র, ৬) আলু কাটার / উত্তোলন/ গ্রেডিং যন্ত্র ও ৭) অন্যান্য শস্য কর্তন, সংগ্রহ ও মাড়াই যন্ত্রসমূহ।

(চ) **পরিবহন ও সংরক্ষণ যন্ত্র:** ১) ট্রাক, ২) লোডার, ৩) ফ্লোর ট্রাক হাঁটার জন্য আনলোডিং সিস্টেম, ৪) কলা ও পেয়ারা রিজার্ভ কার্টন, ৫) পরিষ্কারের সরঞ্জাম ও ৬) অন্যান্য পরিবহন ও সংরক্ষণ যন্ত্রসমূহ।

(ছ) **উদ্ভিদ সুরক্ষা ও স্প্রে যন্ত্র:** ১) ফিল্ড স্প্রেয়ার, ২) উদ্ভিদ সুরক্ষা মেশিন, ৩) ঘূর্ণমান ঘাসের যন্ত্র ও ৪) অন্যান্য উদ্ভিদ সুরক্ষা ও স্প্রে যন্ত্রসমূহ।

(জ) **পশুখাদ্য ও জৈব প্রযুক্তি যন্ত্র:** ১) ফিড প্রযুক্তি, ২) স্লারি প্রযুক্তি, ৩) সাইলেজ প্রযুক্তি যন্ত্রাংশ, ৪) কম্পোস্ট সেপারেটর ও ৫) অন্যান্য পশুখাদ্য ও জৈব প্রযুক্তি যন্ত্রসমূহ।

(ঝ) **ফল সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র:** ১) মেকানিক্যাল হারভেস্টার, ২) ভ্যাকুয়াম বেইজড হারভেস্টার, ৩) গ্রেডিং ও শ্রেণিবিন্যাস যন্ত্র, ৪) অপটিক্যাল সেন্সর যুক্ত স্মার্ট গ্রেডিং যুক্তিনির্ভর যন্ত্র, ৫) আম পাড়া/শোধন যন্ত্র, ৬) ফল সংগ্রহ যন্ত্র, ৭) ধৌত ও জীবাণুমুক্তকরণ যন্ত্র, ৮) ওজোন বেইজড ওয়াশার, ৯) জেট স্প্রে ওয়াশার, ১০) ফল কাটা ও টুকরো করার যন্ত্র, ১১) প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র, ১২) ফলের গুড়া বা পেস্ট তৈরির যন্ত্র, ১৩) ডিহাইড্রেটর ও ১৪) অন্যান্য ফল সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রসমূহ।

(ঞ) আধুনিক অন্যান্য কৃষি যন্ত্রাংশসমূহ স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের আওতাভুক্ত হবে।

(ট) কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও যৌথ বিনিয়োগ কাঠামোর মাধ্যমে স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এর কার্যক্রমের গতি, দক্ষতা ও টেকসইতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, আয় বৃদ্ধি এবং সময়ের সাশ্রয়ের পাশাপাশি কৃষির পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক রূপান্তর নিশ্চিত হবে।

৪৬। অ্যাগ্রিকুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ও অ্যাগ্রি স্ক্যাচ কার্ড প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো

(১) **অ্যাগ্রিকুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম:** এর আওতায় একটি বিস্তৃত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং শিক্ষাবান্ধব কুইজভিত্তিক জ্ঞান সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এই প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কৃষি বিষয়ক জ্ঞান, সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিউনিটির সকল স্তরের মানুষের মাঝে একটি টেকসই ও আধুনিক কৃষিভিত্তিক মানস গড়ে তোলা। এই কর্মসূচির আওতায় অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত সাব-প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। যথা: ১) সবুজ চ্যালেঞ্জ কুইজ, ২) মাটির মানুষ কুইজ, ৩) কৃষি বুদ্ধির লড়াই, ৪) স্মার্ট কৃষক কুইজ, ৫) আমার গ্রাম, আমার জ্ঞান কুইজ এবং পরবর্তীতে আওতাভুক্ত কুইজ প্রোগ্রামসমূহ।

(২) প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ ও রেজিস্ট্রেশন

(ক) প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিকে নির্ধারিত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি অথবা সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদান করতে হবে।

(খ) এটি একটি সদস্যভিত্তিক সার্ভিস প্রোগ্রাম, যা গাইডলাইন, শর্তাবলী ও প্রোগ্রামের ধরন অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

(৩) উপকারভোগিতা ও পুরস্কার প্রাপ্তি

(ক) অংশগ্রহণকারী বিজয়ী সদস্যদের পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের নগদ অর্থ, উপহারসামগ্রী ও সেবা (Service) প্রদান করা হবে।

(খ) উক্ত সুবিধাসমূহ দেশ ও বিদেশের সরকারি-বেসরকারি দাতাগোষ্ঠী, ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ ও পণ্যসামগ্রীর ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

(গ) প্রতিটি কুইজ পর্বে বিজয়ী সদস্যদের জন্য বিশেষ এককালীন পুরস্কার বরাদ্দ থাকবে, যা দাতা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সহায়তায় বিতরণ করা হবে।

(৪) শর্তাবলী ও গাইডলাইন অনুসরণ

(ক) প্রোগ্রামের সকল ধাপ, সুবিধা ও পুরস্কার বিতরণ কার্যক্রম 'অ্যাগ্রিকুইজ সার্ভিসেস গাইডলাইন' এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও শর্তাবলী অনুযায়ী সম্পন্ন হবে।

(খ) অংশগ্রহণকারীকে প্রোগ্রামে যুক্ত হওয়ার পূর্বে সকল প্রযোজ্য নীতিমালা ও শর্তাবলীর প্রতি সম্মতি প্রদান করতে হবে।

(৫) অ্যাগ্রিকুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো। যথা:

ক্রম	প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি পরিশোধের ধরন
(১)	সবুজ চ্যালেঞ্জ কুইজ	কৃষক কমিউনিটি ও অন্যান্য	সর্বনিম্ন: ২৫/- এবং সর্বোচ্চ: ১২৫/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(২)	মাটির মানুষ কুইজ	কৃষক কমিউনিটি ও অন্যান্য	সর্বনিম্ন: ৫০/- এবং সর্বোচ্চ: ২৫০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৩)	কৃষি বুদ্ধির লড়াই কুইজ	কৃষক কমিউনিটি ও অন্যান্য	সর্বনিম্ন: ১০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৪)	স্মার্ট কৃষক কুইজ	কৃষক কমিউনিটি ও অন্যান্য	সর্বনিম্ন: ১৫০/- এবং সর্বোচ্চ: ৭৫০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৫)	আমার গ্রাম, আমার জ্ঞান কুইজ	কৃষক কমিউনিটি ও অন্যান্য	সর্বনিম্ন: ২০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য

(৬) অ্যাগ্রি স্ক্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম

কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে ফার্মার কমিউনিটির অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের অ্যাগ্রি স্ক্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হবে। উক্ত প্রোগ্রামসমূহে ফার্মার কমিউনিটির সদস্যেরা যেকোনো সময় স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে নির্ধারিত এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহন করতে পারবে। অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্য থেকে প্রোগ্রামসমূহের শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত বিজয়ীদের মাঝে নগদ অর্থ, বিভিন্ন কৃষি-সম্পর্কিত পণ্য অথবা প্রাসঙ্গিক সুবিধা প্রদান করা হবে। অ্যাগ্রি স্ক্যাচ কার্ড প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো। যথা:

পৃষ্ঠা ১০ থেকে ১৯

ক্রম	প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি পরিশোধের ধরন
(১)	কৃষক কমিউনিটি ফেস্টিভ্যাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম	কৃষক কমিউনিটি ও অন্যান্য	সর্বনিম্ন: ১৫০/- এবং সর্বোচ্চ: ১,৫০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(২)	কৃষক কমিউনিটি ডিজিটাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম	কৃষক কমিউনিটি ও অন্যান্য	সর্বনিম্ন: ২৫০/- এবং সর্বোচ্চ: ২,৫০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৩)	কৃষক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম	কৃষক কমিউনিটি ও অন্যান্য	সর্বনিম্ন: ৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য

৪৭। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে কৃষক বা উদ্যোক্তা সহায়তা তহবিল

(১) স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায়, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহী দরিদ্র কৃষক, কৃষক গ্রুপের সদস্য, মৎস্যজীবী, মৎস্য উদ্যোক্তা, খামার উদ্যোক্তা ও খামারিরা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা লাভের সুযোগ পাবে।

(২) **রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া:** আগ্রহী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নিচের যেকোনো পদ্ধতিতে স্বেচ্ছায় স্বপ্রোণদিত হয়ে নির্ধারিত এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানের মাধ্যমে নিবন্ধিত হতে হবে। My Welfare App ব্যবহার করে অথবা welfarebd.org ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অথবা প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত অন্যান্য Software, Website অথবা Mobile Apps এর মাধ্যমে অথবা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নির্ধারিত অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ভিত্তিক মাধ্যম ব্যবহার করে।

(৩) **আর্থিক সহায়তার উৎস:** নিবন্ধিত ব্যক্তিরা নিম্নোক্ত উৎসসমূহ থেকে নগদ অর্থ সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবে। যথা:

(ক) দেশি ও বিদেশি সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যপুষ্ট দাতাগোষ্ঠীর দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ, প্রকল্প বা স্কিম ভিত্তিক বরাদ্দ।

(খ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক জারিকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সহায়তা।

(গ) স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম ও কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত প্রকল্পসমূহ থেকে অর্জিত লভ্যাংশের নির্ধারিত অংশ হতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৪) আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি ও বিতরণ প্রক্রিয়া:

(ক) সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।

(খ) সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মানদন্ড ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

(গ) সহায়তা সরাসরি প্রাপকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (যেমন: বিকাশ, নগদ ইত্যাদি)-এর মাধ্যমে পাঠানো হবে।

৪৮। প্রোডাক্ট, পরিষেবা ও নগদ অর্থ বরাদ্দ বিতরণ কাঠামো

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় স্বেচ্ছায় স্বপ্রোণদিত হয়ে এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানপূর্বক নির্ধারিত সময়ের জন্য নিবন্ধিত হলে সদস্যগণ বর্ণিত উৎসসমূহের সহায়তায় গৃহীত প্রকল্প, স্কিম বা কর্মসূচির আওতায় প্রোডাক্ট ও পরিষেবা গ্রহণে অগ্রাধিকার পাবেন। নিবন্ধিত সদস্যগণ প্রাপ্ত হবেন- দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কোম্পানি ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার দান ও অনুদান (নন-রিফান্ডেবল), বিনিয়োগ (আয় বা লাভ প্রত্যাশিত), ঋণ (ফেরতযোগ্য চুক্তিভিত্তিক অর্থ), দেশি-বিদেশি সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যপুষ্ট দাতাগোষ্ঠীর সহায়তা, বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্প, স্কিম বা কর্মসূচি এই সকল সহায়তার আওতায় প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবাসমূহের সুবিধা নিবন্ধিত সদস্যগণ গ্রহণ করতে পারবে, প্রযোজ্য নীতিমালা, চুক্তি ও শর্তসাপেক্ষে। উল্লেখ্য যে, বরাদ্দ বিতরণে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ক্রমে অথবা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিজস্ব অনুমোদিত বিতরণ কাঠামো অনুসরণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রমের গাইডলাইন, শর্তাবলি ও ধরণ অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান সম্পাদিত হবে।

৪৯। প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমভিত্তিক বোনাস বিতরণ পদ্ধতি

(১) **প্রচলিত বোনাস:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন গাইডলাইন অনুযায়ী, প্রকল্প ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের জন্য লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বোনাস প্রদান করা হবে। উক্ত বোনাস প্রতি ১৮ (আঠার) মাস অন্তর সর্বমোট ১০ (দশ) বার এককালীন ভিত্তিতে প্রদেয় হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। বোনাসের অর্থ ডিজিটাল ই-ভ্যালু সার্ভিসেস অথবা Welfare Rewards Program এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হবে এবং তা প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর সর্বমোট ৩ (তিন) বার উত্তোলনের যোগ্য হবে।

(২) **বিলম্ব বোনাস:** দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি বা অন্যান্য অনিবার্য কারণে পরিষেবা বিতরণে বিলম্ব হলে, রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশনধারী সদস্য স্বেচ্ছায় আবেদন করলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিলম্ব বোনাস প্রদান করা হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। উক্ত বোনাস উত্তোলন উপধারা (৩) (ক)-এ বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদিত হবে। তবে কোনো সদস্য নির্ধারিত সময়ে আবেদন করতে ব্যর্থ হলে, তিনি পরবর্তী সময়ে বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে প্রোডাক্ট, পরিষেবা অথবা নগদ অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।

(৩) বিশেষ দিকনির্দেশনা

(ক) বোনাস সংক্রান্ত সব তথ্য ডিজিটালভাবে সংরক্ষিত থাকবে এবং সদস্যগণ নির্দিষ্ট ওয়েব পোর্টাল বা অ্যাপ ব্যবহার করে তথ্য যাচাই ও আবেদন করতে পারবে।

(খ) সদস্যদের বোনাস সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম নীতিমালার আওতায় নিরীক্ষা ও তদারকির মধ্যে রাখা হবে।

(গ) বোনাস সংক্রান্ত নিয়মাবলির যেকোনো পরিবর্তন বা হালনাগাদ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

অষ্টম অধ্যায়

সদস্যপদ গ্রহণ, স্থগিতকরণ, বাতিল ও পুনঃনবায়ন

৫০। ওয়েলফেয়ার ফার্মার কমিউনিটি সদস্যপদের যোগ্যতা

(১) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও সকল নীতিমালার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে, যা সংস্থার মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে নিশ্চিত করবে।

(২) দেশ বা বিদেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক, অথবা সুফলভোগী স্বেচ্ছায় প্রকল্পভিত্তিক সদস্যপদে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

(৩) সদস্যদেরকে নির্ধারিত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদান করতে হবে।

৫১। সদস্য নবায়ন, স্থগিতকরণ ও বাতিল

(১) সদস্যপদ নবায়ন:

(ক) নির্ধারিত মেয়াদ শেষে প্রতিটি সদস্যকে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক সদস্যপদ নবায়ন করতে হবে।

(খ) নবায়ন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার অনিয়ম, জালিয়াতি, মিথ্যা বা ভুয়া তথ্য প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যপদ অবিলম্বে বাতিল হবে।

(গ) এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(২) সদস্যপদ স্থগিতকরণ:

(ক) কোনো সদস্য নীতিমালা বা আচরণবিধি ভঙ্গ করলে তার সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট তদন্ত বা শুনানির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে স্থগিত রাখা হবে।

(খ) তদন্ত ও শুনানি শেষে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্যপদ পুনরায় বহাল করা যেতে পারে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), অথবা স্থায়ীভাবে বাতিল করা হবে

(গ) এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকবে

(৩) সদস্যপদ বাতিল:

(ক) কোনো সদস্য মৌখিক বা লিখিতভাবে স্বেচ্ছায় সদস্যপদ বাতিল করলে, ব্যক্তিগত শুনানির পর এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তা কার্যকর হবে।

(খ) কোনো সদস্যের মৃত্যু, মানসিক ভারসাম্য হারানো, অথবা আইনগত অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত হওয়া বা অপরাধে অভিযুক্ত হলে সদস্যপদ বাতিল হবে।

(গ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্বার্থ ও আদর্শ পরিপন্থি কাজে লিপ্ত হওয়া, অথবা লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ ব্যক্তিগত শুনানির পর প্রমাণিত হলে সদস্যপদ বাতিল হবে

(ঘ) অযৌক্তিক কারণে নিষ্ক্রিয় বা অকর্মণ্য থাকলে অথবা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে নিষ্ক্রিয়তা বা অপারগতা প্রকাশ করলে।

(ঙ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার পক্ষ থেকে পত্রপত্রিকা, সভা-সমিতি, টক-শো, গোল টেবিল বৈঠক বা সেমিনারে বক্তব্য দেওয়ার পূর্বে কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ না করলে।

(চ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম বা প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, সম্প্রসারণ ও পরিচালনায় সংস্থার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করলে।

(ছ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম ভিত্তিক সদস্য যদি নিবন্ধন শর্তাবলী ভঙ্গ করে।

পৃষ্ঠা ১১ থেকে ১৯

(জ) স্থগিত বা বাতিলকৃত সদস্য যদি সন্তোষজনকভাবে জবাব প্রদান করে, তবে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্যপদ পুনঃনবায়ন করা যাবে।

৫২। মৃত সদস্যের দায় ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নীতি

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত কোনো কমিউনিটি সদস্য মৃত্যুবরণ করে, তবে তার মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট সেবা, দায় বা সুবিধাদি প্রাপ্তির বিষয়ে নিম্নলিখিত নীতি প্রযোজ্য হবে:

(১) উত্তরাধিকারীর আবেদন: মৃত সদস্যের বৈধ উত্তরাধিকারী বা অভিভাবক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ লিখিতভাবে আবেদন করতে পারবে।

(২) প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: আবেদনের সঙ্গে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত থাকতে হবে: ১) মৃত সদস্যের মৃত্যুর সনদপত্র, ২) বৈধ উত্তরাধিকারীর পরিচয়পত্র ও ছবি, ৩) পারিবারিক সনদ বা উত্তরাধিকার প্রত্যয়নপত্র (যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত) এবং ৪) সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট নম্বর বা ডকুমেন্ট।

(৩) যাচাই-বাছাই ও সিদ্ধান্ত: কর্তৃপক্ষ আবেদন যাচাই-বাছাই করে সেবাসমূহ হস্তান্তর, আর্থিক দায়মুক্তি বা সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে অনুমোদন বা বাতিলের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

(৪) সদস্যপদ হস্তান্তর: যদি মৃত সদস্যের সদস্যপদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনো বিধান প্রযোজ্য হয়, তবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারীকে সদস্যপদ হস্তান্তরের সুযোগ রাখা যেতে পারে।

(৫) বিশেষ বিবেচনা: জরুরি বা মানবিক Grounds-এ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে নীতিনির্ধারণী সভার অনুমোদনক্রমে পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

৫৩। আইনি ভিত্তি ও নীতিগত কাঠামো

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিজস্ব নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, চুক্তিপত্র ও অন্যান্য সমজাতীয় আইনগত দলিলের ভিত্তিতে স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রযোজ্য কোম্পানি আইন, সমাজসেবা অধিদফতর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রণীত পরিপত্র, নীতিমালা, বিধিমালা ও অন্যান্য আইনগত কাঠামো অনুসরণ করা যাবে।

নবম অধ্যায়

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, প্রশাসনিক সমন্বয় ও তথ্যপ্রবাহ ব্যবস্থাপনা

৫৪। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পদ, দক্ষতা ও প্রযুক্তির সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এই অংশীদারিত্ব উন্নয়ন কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক। এতে টেকসই ও সমন্বিত সেবা প্রদান নিশ্চিত হয়, যা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে কার্যকর। পাশাপাশি অর্থায়ন ও মানবসম্পদের সক্ষমতা বাড়িয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আনে।

৫৫। অংশীদারিত্ব কাঠামো, সমন্বয় ও পরিচালন পদ্ধতি

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি সুসংগঠিত সমন্বয় কাঠামো অপরিহার্য। এ কাঠামোর মূল লক্ষ্য হলো অংশীজনদের মধ্যে দায়িত্ববণ্টন, তথ্য বিনিময়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অগ্রগতির মূল্যায়নের একটি স্বচ্ছ ও কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সাধারণত, অংশীজনদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি বা পরিচালনা ফোরাম গঠন করা হয়, যা উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে। যথা: ১) অংশীদারদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ, ২) কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সূচি নির্ধারণ ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, ৩) নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ, ৪) প্রকল্পভিত্তিক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও সমাধান ও ৫) পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি। এই কাঠামোর মাধ্যমে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে একীভূত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা হয় এবং সমন্বয়হীনতার ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৫৬। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘমেয়াদি সকল প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সকল মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ নিম্নরূপ:

(১) প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও মাঠ প্রশাসন/স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও মাঠ প্রশাসন/স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৪) অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৫) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৬) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও মাঠ প্রশাসন/স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৭) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৮) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৯) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১০) কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১১) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১২) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৩) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৪) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৫) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৭) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৮) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৯) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২০) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২১) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২২) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৩) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৪) শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৫) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৬) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৭) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৮) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৯) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩০) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩১) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৩) ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৩৪) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৩৫) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৩৬) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৩৭) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৩৮) রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৩৯) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৪০) **প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়-সহযোগিতায় কার্যসম্পাদন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং এর অধীন বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থাসমূহ সারাদেশে স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। এই উদ্দেশ্যে উল্লিখিত বিভাগ, সংস্থা ও দপ্তরসমূহের সঙ্গে সমন্বয় ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং এর অধীন বিভাগ, সংস্থা ও দপ্তরসমূহ: ১) গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU), ২) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA), ৩) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA), ৪) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (PPP) অফিস, ৫) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ৬) আশ্রয়ণ-২প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ৭) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA), ৮) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA), ৯) প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ, শাখা ও দপ্তরসমূহ।

(৪১) **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর অধীনস্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ (Allocation of Business অনুযায়ী) স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ বাস্তবায়নে সহায়ক মন্ত্রণালয় ও সংস্থারূপে বিবেচিত হবে। এ সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে বিভিন্ন প্রকার চুক্তি সম্পাদন ও পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলা হবে। এছাড়া, এসব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা বা থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ, তদ্বর্তী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

(৪২) **কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন উল্লিখিত দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ: ১) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ৩) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, ৪) জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), ৫) হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, ৬) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ৭) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৮) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৯) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১০) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১১) বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১২) বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ১৩) তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৪) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ১৫) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ১৬) কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১৭) বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বোর্ড। এছাড়াও, কৃষি মন্ত্রণালয়, এর বিভাগ, এবং এর আওতাধীন সকল বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, থানা বা উপজেলা কার্যালয়, ইউনিয়ন কার্যালয় এবং কর্মরত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীগণ স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

(৪৩) **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন উল্লিখিত দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ: ১) মৎস্য অধিদপ্তর, ২) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৩) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), ৪) মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, ৫) বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, ৭) বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ও উল্লিখিত ৮) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। এছাড়া, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, এর বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, থানা বা উপজেলা কার্যালয়, ইউনিয়ন কার্যালয় এবং কর্মরত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীগণ স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

(৪৪) **জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ এবং দেশের সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন করা হবে এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন করা যাবে। উল্লেখিত সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

(৪৫) **স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:**
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের উল্লিখিত দপ্তর, অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ:

(ক) **স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ:** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের উল্লিখিত দপ্তর, অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ: ১) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), ২) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ৩) জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG), ৪) রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় (জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন), ৫) ঢাকা ওয়াসা, ৬) চট্টগ্রাম ওয়াসা, ৭) খুলনা ওয়াসা, ৮) রাজশাহী ওয়াসা, ৯) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ১০) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ১১) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ১২) খুলনা সিটি কর্পোরেশন, ১৩) বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, ১৪) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, ১৫) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, ১৬) রংপুর সিটি কর্পোরেশন, ১৭) কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, ১৮) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ১৯) সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও ২০) ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন;

(খ) **সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ:** ১) সমবায় অধিদপ্তর, ২) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), ৩) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা, ৪) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া, ৫) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, গোপালগঞ্জ, ৬) বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা), ৭) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, ৮) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (SFDF), ৯) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (PDBF) ও ১০) বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন;

(গ) **সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ:** ১) বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের পরিচালক (স্থানীয় সরকার), ২) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার), ৩) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ৪) পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ৫) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ৬) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ৭) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ।

(৪৬) **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:**
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ:

(ক) **জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বা দপ্তর বা অধিদপ্তরসমূহ:** ১) বাংলাদেশ পুলিশ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ২) র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ও এর

পৃষ্ঠা ১৩ থেকে ১৯

আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৩) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৪) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৫) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৬) তদন্ত সংস্থা, আন্তঃঅপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৭) জাতীয় টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৮) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ৯) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১০) খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১১) রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১২) বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১৩) সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১৪) গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১৫) রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১৬) বাংলাদেশ পুলিশের অন্যান্য মেট্রোপলিটন ইউনিট ও অন্যান্য ইউনিটসমূহ, ১৭) জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ;

(খ) **সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বা দপ্তর বা অধিদপ্তরসমূহ:** ১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ২) কারা অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৩) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ ও ৪) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ। উক্ত সকল সংস্থা, দপ্তর ও অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা বা থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীগণ।

(৪৭) **প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন উল্লিখিত দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ: ১) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ২) বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৩) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৪) সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর, ৫) আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজসমূহ, ৬) ক্যাডেট কলেজসমূহ, ৭) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, ৮) মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস, ৯) প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়, ১০) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর, ১১) গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর, ১২) মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি, ১৩) আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ, ১৪) বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বোর্ড, ১৫) বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ, ১৬) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ১৭) কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স, ১৮) প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর, ১৯) বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা (স্পারসো), ২০) মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (MIST), ২১) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, ২২) সামরিক বাহিনী কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ ও ২৩) জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ। উল্লিখিত সকল দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা বা থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীগণ স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

(৪৮) **পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীন ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ৩) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৪) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৫) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ও ৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের স্থানীয় অফিসসমূহ স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

(৪৯) **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি, এনজিও, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করা হবে। উল্লেখিত সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

৫৭। মাঠ পর্যায়ে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা সম্পর্কিত বিধান

স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ এর কার্যকর বাস্তবায়ন ও নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার গৃহীত সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। এ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এলাকার নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করবে। যথা:

(১) প্রশাসনিক বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সংশ্লিষ্ট অফিসের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(২) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যানবৃন্দ এবং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৩) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এরিয়া কমান্ডার (জিওসি), ব্রিগেড কমান্ডার, জোন কমান্ডার, ডেট কমান্ডার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৪) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এরিয়া কমান্ডার, সেক্টর কমান্ডার, জোন কমান্ডার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৫) পুলিশ বিভাগের রেঞ্জ পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (ডিআইজি), জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার, সার্কেল অফিসার, থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৬) প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) এর জেলা শাখার কর্নেল জিএস, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৭) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) এর জেলা শাখার যুগ্ম পরিচালক/উপপরিচালক, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৮) দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর প্রশাসনিক বিভাগের পরিচালক, জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৯) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা বা স্পেশাল ব্রাঞ্চ বা এসবির মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১০) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট গোয়েন্দা শাখা সংক্ষেপে ডিবির মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম

পৃষ্ঠা ১৪ থেকে ১৯

গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১১) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) এর মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১২) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এর মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সবাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৩) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব এর মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের কমান্ডিং অফিসার (সিও), ক্যাম্প কমান্ডার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৪) সমাজসেবা বিভাগের বিভাগীয় পরিচালক, জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক, থানা/উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার গৃহীত সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৫) সমবায় বিভাগের বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক, জেলা কার্যালয়ের ডিসিও, টিসিও/ইউসিও/পরিদর্শকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৬) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালক, জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক, উপজেলা/থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৭) অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর অধীন ১) বাংলাদেশ কাস্টমস, ২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (রাজস্ব নীতি বিভাগ / রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ), ৩) জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ৪) ঢাকা কাস্টম হাউস, ৫) চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস, ৬) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা, ৭) কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর), ৮) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম, ও ৯) কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৮) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ এর অধীন ১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, ২) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), ৩) কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ, ৪) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, ৫) এজেন্সি টু ইনোভেট (এটুআই), ও ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।

৫৮। আন্তর্জাতিক আর্থিক ও দাতা সংস্থার সহায়তায় উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দেশের প্রচলিত আইন, বিধি ও নীতিমালার আওতায় আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক বা চুক্তির মাধ্যমে স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। এসব প্রকল্পের উদ্দেশ্য হবে টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, বৈষম্য হ্রাস এবং মৌলিক অধিকার ও সেবায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। প্রকল্পসমূহ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরীক্ষাযোগ্যতা বজায় রেখে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠান যৌথ পাইলট উদ্যোগ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, ঋণ ও বিনিয়োগভিত্তিক প্রকল্প এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও, বৈশ্বিক দাতা গোষ্ঠী, ফাউন্ডেশন ও উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বে সমন্বিত অর্থায়ন ও কৌশলগত সহায়তায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। এই উদ্যোগসমূহ বিশেষত প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। প্রয়োজন অনুযায়ী, অংশীদারিত্বমূলক কাঠামো গড়ে তুলে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আইনি ও নীতিগত বাধ্যবাধকতা অনুসরণে সক্ষম থাকবে এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৫৯। বৈদেশিক হাইকমিশন ও দূতাবাসসমূহ, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশি দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতা নিতে পারবে। এই সহযোগিতা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি, নিয়মাবলী ও চুক্তি মেনে পরিচালিত হবে। দূতাবাস বা আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহায়তা প্রাপ্তিতে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও আইনগত নিয়মাবলী অনুসরণ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যে- সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য টেকসই উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক মিশন/দূতাবাসসমূহের সহায়তা বা সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে। এ লক্ষ্যে, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজন মনে করলে উল্লিখিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে। যেমন: ১) রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার বা দূতাবাস প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করা, ২) যৌথ উদ্যোগ বা কর্মসূচি গ্রহণ, ৩) সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা, ৪) দান-অনুদান, প্রযুক্তি সহায়তা বা বিনিয়োগ আহ্বান, ৫) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন। সহযোগিতার সম্ভাব্য অংশীদার বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের বাংলাদেশস্থ বৈদেশিক হাইকমিশন ও দূতাবাসসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যথা:

(১) Australian High Commission ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২) British High Commission ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩) Canadian High Commission ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪) Consulate of the Republic of Singapore ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৫) Malaysian High Commission ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৬) High Commission of Brunei ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৭) High Commission for the Islamic Republic of Pakistan ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৮) High Commission of India ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৯) Delegation of the European Union ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা

পৃষ্ঠা ১৫ থেকে ১৯

সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১০) High Commission for the Democratic Socialist Republic of SriLanka ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১১) High Commission of Maldives ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১২) Embassy of Algeria ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৩) Embassy of Brazil ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৪) Embassy of Japan ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৫) Embassy of Sweden ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৬) Embassy of Switzerland ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৭) Embassy of The Arab Republic of Egypt ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৮) Embassy of the Federal Republic of Germany ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৯) Embassy of the Holy See (Vatican) ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২০) Embassy of the Islamic Republic of Iran ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২১) Embassy of the Islamic State of Afghanistan ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২২) Embassy of the Kingdom of Morocco ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৩) Embassy of the People's Republic of China ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৪) Embassy of the Republic of France ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৫) Embassy of the Republic of Indonesia ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৬) Embassy of the Republic of Iraq ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৭) Embassy of the Republic of Italy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৮) Embassy of the Republic of Korea ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৯) Embassy of the Republic of Philippines ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩০) Embassy of the Republic of Turkey ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩১) Embassy of the Russian Federation, Russia ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩২) Embassy of the State of Palestine ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৩) Embassy of the State of Qatar ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৪) Embassy of the Union of Myanmar ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৫) Embassy of the United States of America ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৬) Libyan Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৭) Royal Bhutanese Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৮) Royal Embassy of Saudi Arabia ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৯) Embassy of Nepal ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪০) Royal Netherlands Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪১) Royal Norwegian Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট

পৃষ্ঠা ১৬ থেকে ১৯

এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪২) Royal Thai Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪৩) The Democratic People's Republic of Korea ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪৪) Embassy of the Republic of Kosovo ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪৫) Embassy of the Socialist Republic of Vietnam ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪৬) Embassy of the United Arab Emirates ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।

৬০। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সহায়তায় আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা অন্যান্য প্রকার আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৬১। বিশেষায়িত ব্যাংক ও উন্নয়ন সংস্থার অর্থায়ন অংশীদারিত্ব

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিশেষায়িত ও অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা অন্যান্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৬২। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সহায়তায় দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা অন্যান্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৬৩। বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে অংশীদার কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর অধীন বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় দেশ ও বিদেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সহায়তায় দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা যেকোনো প্রকার আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৬৪। ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির অংশীদারিত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন

স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে দেশি এবং বিদেশি ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কার্যক্রম আরও উন্নত, কার্যকর ও টেকসই রূপ পাবে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। দেশি ও বিদেশি ন্যাশনাল এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা জনগণের জীবিকা ও জীবনমানের উন্নয়নে সহায়ক হবে। এ ধরনের অংশীদারিত্ব দেশের বাণিজ্য ও শিল্প খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে এবং দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

৬৫। ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেট সেক্টরের সহায়তায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্যোগ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহ স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেট সেক্টরের দান, অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসহ বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৬৬। ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল ঔষধ কোম্পানির সহযোগিতায় স্বাস্থ্য ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য দেশ ও বিদেশের ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল বাণিজ্যিক ঔষধ কোম্পানিসমূহের দান, অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসহ বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

৬৭। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য My Welfare App, welfarebd.org, welfarefamily.org, job.welfarefamily.org, welfare.com.bd এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক Software, Website, Mobile Apps ও Modern Technology ব্যবহার করতে পারবে।

দশম অধ্যায়
বিশেষ বিধানাবলী

৬৮। প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রচারণা, ক্যাম্পেইন ও কার্যক্রম পরিচালনার এখতিয়ার

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের গৃহীত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের প্রচার, সম্প্রসারণ, বাস্তবায়ন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রচারণা, ক্যাম্পেইন ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় যথাযথ পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হবে। এই উদ্দেশ্যে, কর্তৃপক্ষ একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দপ্তর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সকল বিভাগ, ইউনিট বা উইং-এর মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করবে। প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, প্রচারপত্র, লিফলেট, ব্রোশিওর, অডিও-ভিডিও ভিজ্যুয়াল উপকরণ ইত্যাদি প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে। পরবর্তীতে প্রয়োজন বিবেচনায়, কর্তৃপক্ষ একটি স্বতন্ত্র এবং স্থায়ী কাঠামো গঠনের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, যা দক্ষতা উন্নয়ন, প্রচার ও কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় বিশেষায়িত ভূমিকা পালন করবে।

৬৯। ক্যাম্পেইন পরিচালনা ও প্রোডাক্ট বা পরিষেবা বিতরণের পদ্ধতি

প্রাসঙ্গিক বিধি ও নীতিমালার আলোকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের ক্যাম্পেইন পরিচালনা ও প্রোডাক্ট বা পরিষেবা বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদিত হবে:

(১) **অস্থায়ী বা স্বেচ্ছাসেবক জনবল দ্বারা ক্যাম্পেইন পরিচালনা:** ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অস্থায়ী বা স্বেচ্ছাসেবক জনবল নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বহন করবে।

(২) **অ্যাপ বা ওয়েবসাইটভিত্তিক কমিউনিটি সেবা ও পিডিসি গঠন:** ক্যাম্পেইন চলাকালে অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক ফ্রি সেবা প্রদান ও নিবন্ধিত পরিষেবার জন্য পিপলস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (পিডিসি) গঠন করা হবে।

(৩) **সদস্য তালিকা ও প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ:** টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্যাম্পেইনের আওতাভুক্ত সদস্যদের তালিকার ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক প্রকল্প বা কর্মসূচির প্রস্তাব প্রস্তুতপূর্বক দেশ ও বিদেশের সরকারি বা বেসরকারি দাতাগোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করা হবে এবং অনুমোদন প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত কার্যক্রম চলমান থাকবে।

(৪) **অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রকল্পের জন্য জনবল নিয়োগ:** অনুমোদিত প্রকল্প বা কর্মসূচির ধরন ও মেয়াদ অনুযায়ী জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

(৫) **মেয়াদকালে সেবা বিতরণ:** প্রকল্প বা কর্মসূচির মেয়াদকালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি সদস্যদের মাঝে নির্ধারিত ফ্রি সেবা ও নিবন্ধিত পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ নিশ্চিত করা হবে।

(৬) **বিলম্ব সংক্রান্ত অবহিতকরণ:** যদি প্রোডাক্ট বা পরিষেবা বিতরণ বিলম্বিত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের যথাসময়ে অবহিত করা হবে অথবা সময় সময় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে তথ্য জানানো হবে।

পৃষ্ঠা ১৭ থেকে ১৯

৭০। ওয়েলফেয়ার ফার্মার কমিউনিটি সদস্য সংগ্রহের এখতিয়ার

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার প্রয়োজনে ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো দেশে কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। এ প্রক্রিয়ায় সংস্থা কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যাগত সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়; অর্থাৎ, সংস্থা প্রয়োজনে সীমাহীন সংখ্যক কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন সদস্য সংগ্রহ করতে পারবে।

৭১। ওয়েলফেয়ার ফার্মার কমিউনিটির স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ওয়েলফেয়ার ফার্মার কমিউনিটি সদস্যপদ গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং উন্মুক্ত থাকবে। দেশ ও বিদেশের যেকোনো ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনো কৃত্রিম বাধা বা বৈষম্যের স্থান থাকবে না। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সর্বদা নিশ্চিত করবে যে, সদস্যপদ লাভের প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ, সহজলভ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে। কোনরূপ কৃত্রিম সীমাবদ্ধতা (Artificial Restriction) বা বৈষম্য (Discrimination) আরোপ করা হবে না।

৭২। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কার্যক্রম পরিচালনার এখতিয়ার

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার প্রয়োজনে ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো দেশে রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কার্যক্রম পরিচালনার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। এ প্রক্রিয়ায় সদস্য রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কোনো সংখ্যাগত সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়, অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজনে সীমাহীন সংখ্যক সদস্য রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন করতে পারবে।

৭৩। আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান

(১) ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড হবে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠান, যা স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জন্য ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এবং সিএইচটি উইমেন ফোরামসহ সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান এবং সার্বিক কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে।

(২) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহ, বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাস ও হাইকমিশন, দেশি-বিদেশি ব্যাংক ও কোম্পানি, রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক সদস্যবৃন্দ, জনহিতৈষী ব্যক্তি, এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট দাতা সংস্থাসমূহের আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান গ্রহণ করা হবে। এই বহুপক্ষীয় অংশীদারিত্বমূলক কাঠামোর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)-এর আলোকে সমন্বিত ও কার্যকর কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে।

৭৪। বোনাস, প্রোডাক্ট ও পরিষেবা সংগ্রহ এবং বিতরণে চাপ প্রয়োগ ও হয়রানিমূলক আইনি পদক্ষেপ নিষিদ্ধ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কারিগরি সীমাবদ্ধতা বা অন্যান্য অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে ওয়েলফেয়ার বোনাস, প্রোডাক্ট ও পরিষেবা সংগ্রহ এবং বিতরণ কার্যক্রমে বিলম্ব ঘটতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী বা সেবাগ্রহীতা কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি, হুমকি, অপমানজনক আচরণ বা হয়রানিমূলক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তার নিজস্ব পরিকল্পনা, সক্ষমতা ও বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বরাদ্দ ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। এ বিষয়ে সদস্যদের ধৈর্য, সহযোগিতা ও দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশিত। উল্লেখ্য, এই প্রক্রিয়া চলাকালে কোনো প্রকার চাপ, হুমকি বা অযৌক্তিক দাবি উত্থাপনকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

৭৫। ওয়েলফেয়ার প্রোডাক্ট ও পরিষেবার গুণগতমান সংক্রান্ত আপত্তি

স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবাসমূহ সাধারণত দেশি ও বিদেশি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা বা ব্যক্তিগত উৎস থেকে দান, অনুদান বা সহায়তা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এ কারণে বিতরণের পর সংশ্লিষ্ট প্রোডাক্ট বা পরিষেবার গুণগতমান নিয়ে কোনো সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী বা সেবাগ্রহীতার পক্ষ থেকে উত্থাপিত যেকোনো আপত্তি, অভিযোগ বা দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনো দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে না।

৭৬। আইন, বিধি-বিধান ও অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন

(১) **স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান, এবং কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুমোদিত Memorandum of Association (MOA), Articles of Association (AOA) ও এনজিও সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে পারবে। প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নিজস্ব নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, সমঝোতা স্মারক (MoU), নির্দেশনা অথবা অন্যান্য আনুষঙ্গিক দলিল প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে পারবে, যা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

(২) **নীতিমালা ও সহায়ক দলিলের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন:** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এবং সিএইচটি উইমেন ফোরাম, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সরকারিভাবে অনুমোদিত Memorandum of Association (MOA), Articles of Association (AOA) ও এনজিও সংস্থার গঠনতন্ত্র ব্যতীত, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ নিজস্ব নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, সমঝোতা স্মারক (MoU), নির্দেশনা অথবা অন্যান্য আনুষঙ্গিক দলিলকে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের সহায়ক দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে এবং প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ওয়েলফেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫, স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ এবং ওয়েলফেয়ার প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল সার্ভিসেস ও সোশ্যাল বিজনেস এস্টাব্লিশমেন্ট নীতিমালা, ২০২৫, ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, সমঝোতা স্মারক (MoU), নির্দেশনা অথবা অন্যান্য আনুষঙ্গিক দলিল অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে পরিচালা করা যাবে।

৭৭। বোনাস, প্রোডাক্ট ও পরিষেবা সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তি

স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত বোনাস, প্রোডাক্ট বা পরিষেবা সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগের নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সদস্যদের অবশ্যই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার Help and Support Team-এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। অভিযোগ গ্রহণের পর প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় অভিযোগকারীকে মোবাইল ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে সক্রিয় যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে। যদি অভিযোগ গ্রহণের তারিখ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে কোনোভাবে যোগাযোগ স্থাপন না করা হয়, তবে অভিযোগটি আপনাতেই নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

৭৮। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) এবং সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

(১) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন এবং একটি কার্যকর, স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বেসরকারি কোম্পানি, এনজিও অথবা দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থার সঙ্গে দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসংগ্রহ কিংবা যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) ভিত্তিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন করে স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে বিনিয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে।

(২) **বিনিয়োগের সীমা:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মোট তহবিলের সর্বোচ্চ ৭০% বিনিয়োগযোগ্য। চাহিদা ও পরিসরের ভিত্তিতে এ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো অথবা কমানো যাবে। তবে প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যেতে পারে, তবে তা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল থাকবে।

(৩) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যেকোনো সময় অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য নীতিমালা প্রকাশ করতে পারবে অথবা আলাদা কোনো নীতিমালা প্রকাশ না করে এ প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালার নির্ধারিত শর্তাবলী ও প্রযোজ্য আইন অনুসারে পরিচালনা করতে পারবে।

৭৯। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমঝোতা স্মারক (MoU) ও চুক্তি

(১) **সমঝোতা স্মারক (MoU):** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন করতে পারবে। MoU এর মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, দান-অনুদান, বিনিয়োগ বা সম্পদ বিনিময়ের ক্ষেত্র নির্ধারণ করে সম্মতিপত্র অনুযায়ী যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

(২) **চুক্তি:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত যেকোনো প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজ্য আইন, বিধি ও নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। এসব চুক্তির আওতায় দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসংগ্রহ, প্রযুক্তি হস্তান্তর কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক সহযোগিতা গ্রহণ ও প্রদান করা যাবে।

পৃষ্ঠা ১৮ থেকে ১৯

৮০। রেজিস্ট্রেশন ও ফি সংক্রান্ত দায়মুক্তি নীতি

স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত যেকোনো প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের যেকোনো রেজিস্ট্রেশন ও ফি সংক্রান্ত দায়মুক্তি:

(১) কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী, প্রতিনিধি বা তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম, প্রতীক, লোগো, সিলমোহর বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক পরিচিতি ব্যবহার করে মিথ্যা, ভুয়া, বিভ্রান্তিকর বা অসত্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন, দ্বৈত রেজিস্ট্রেশন অথবা প্রতারণামূলক কার্য সম্পাদিত হলে, তার পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর বর্তাবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনোভাবেই দায়ী বা জবাবদিহিতার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না।

(২) নির্ধারিত ফি ব্যতীত অতিরিক্ত ফি, চার্জ, কমিশন বা আর্থিক সুবিধা আদায়, গ্রহণ বা দাবী করা সম্পূর্ণরূপে বেআইনি ও অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনো দায়ভার, জবাবদিহিতা বা ক্ষতিপূরণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(৩) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কেবলমাত্র বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি, নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি-কে বৈধ ও প্রামাণ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করবে। উক্ত মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য, নির্দেশনা বা দাবীর প্রতি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনো ধরনের দায়-দায়িত্ব বহন করবে না।

(৪) রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশন প্রক্রিয়ায় জড়িত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আইনবিরুদ্ধ, প্রতারণামূলক, জালিয়াতিপূর্ণ বা নীতিমালা পরিপন্থী কার্যক্রমে লিপ্ত হলে, সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী দায়ী থাকবে। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, সেবা স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ বা অন্যান্য পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(৫) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, গেজেট বা সমজাতীয় আনুষ্ঠানিক দলিলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে, সে ধরনের তথ্য ব্যবহারপূর্বক সম্পাদিত যে কোনো রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশনের দায়ভার একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর বর্তাবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনো অবস্থায় দায়ভার, জবাবদিহিতা বা ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী থাকবে না।

(৬) উল্লিখিত উপ-ধারাসমূহ সর্বাবস্থায় বলবৎ থাকবে এবং এ সংক্রান্ত কোনো দাবি, আপত্তি বা বিরোধ উত্থাপিত হলে স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ ও ওয়েলফেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী নিষ্পত্তি হবে।

৮১। স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি

(১) **জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি বা অন্যান্য বিশেষ ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করা যাবে। কর্তৃপক্ষ বা অনুমোদিত প্রতিনিধি এই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে, যাতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয় এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পায়।

(২) **স্থাপনা কমিটি:** জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় একটি বিশেষায়িত কমিটি Emergency Management Committee গঠন করা হবে। এ কমিটি প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা করে দ্রুত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করবে। কমিটির কাঠামো, সদস্যদের দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি নীতিমালার মাধ্যমে নির্ধারিত থাকবে।

একাদশ অধ্যায়
নীতিমালা পর্যালোচনা ও সংশোধন প্রক্রিয়া

৮২। নীতিমালার মেয়াদকাল হ্রাস বা বৃদ্ধি

স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫ প্রণয়নের তারিখ হতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে, উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির পূর্বে প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে নীতিমালার মেয়াদকাল হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাবে।

৮৩। নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদকরণ

(১) **নীতিমালা সংশোধন:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার এ প্রকাশিত নীতিমালার যেকোনো ধারা, উপধারা বা শিরোনাম প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন বা পরিবর্তন করা যেতে পারে। সংশোধন প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

(২) **নীতিমালা হালনাগাদকরণ:** এ নীতিমালার প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন সংযোজন, বিয়োজন বা একীভূত করাও সম্ভব। হালনাগাদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে, যাতে নীতিমালা সর্বদা প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর থাকে।

৮৪। অস্পষ্টতা নিরসন ও অপ্রাসঙ্গিকতা পরিহার

(১) **অস্পষ্টতা নিরসন:** এ নীতিমালার কোনো বিধান, উপবিধান বা ব্যাখ্যায় অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, নির্দেশনা বা পরিপত্রের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে নিরসন করবে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ নীতিমালার ব্যাখ্যামূলক নোট বা নির্দেশনাও জারি করতে পারবে।

(২) **অপ্রাসঙ্গিকতা পরিহার:** কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী, কমিউনিটি সদস্য বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর বা ভুয়া তথ্য প্রদান করে, তাহলে তার জন্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দায়ী থাকবে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী হবে এবং তার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮৫। নীতিমালা পর্যালোচনা ও আপত্তি নিষ্পত্তি কমিটি

(১) **পর্যালোচনা কমিটি:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এ নীতিমালার ধারা, উপধারা বা অ-উপধারার কার্যকারিতা, বাস্তব প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন পর্যালোচনার জন্য একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি নির্ধারিত সময় পর পর নীতিমালার প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সংশোধনী সুপারিশ করবে।

(২) **আপত্তি নিষ্পত্তি কমিটি:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এ নীতিমালার কোনো ধারা, উপধারা, অ-উপধারার বা কার্যপ্রক্রিয়া বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তি, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা সংশ্লিষ্ট পক্ষ আপত্তি উত্থাপন করে, তা নিষ্পত্তির জন্য একটি স্বতন্ত্র আপত্তি নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হবে। সকল শুনানি ও পর্যালোচনার পর এই কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও অবিচল হিসেবে গণ্য হবে।

৮৬। বাংলাদেশ গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও ইংরেজি অনুবাদ

(১) **বাংলাদেশ গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজন ও বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এ নীতিমালার কোনো ধারা, উপধারা বা অ-উপধারার বিষয়ে বাংলাদেশ গেজেটে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারবে।

(২) **ইংরেজি অনুবাদ:** এ নীতিমালার প্রচার, প্রয়োগ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনে এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যের মধ্যে কোনো ধরনের বিরোধ দেখা দিলে, বাংলা পাঠকেই চূড়ান্ত ও প্রাধান্যযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হবে।